493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৮ সংখ্যা ঃ ৯ ফাল্গুন-১৫ ফাল্গুন, ১৪২০ঃ২২ফেব্রুয়ারি-১মার্চ, ২০১৪,Kolkata : 48th year Vol No.: 17, February 22- 1 March, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

মুর্শিদাবাদে বেকায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস

অধীরের সঙ্গে হুমায়ুনের আবার গোপন সমঝোতার অভিযোগ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, রাজনীতিতে কেউ দীর্ঘদিন বা সারাজীবন বন্ধু হন না বা শত্রুও থাকেন না। সেই সুবাদে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর গোপন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এটা কোনও শোনা কথা নয়, অভিযোগ করেছেন স্বয়ং মুর্শিদাবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জু খান। ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরের এই সমঝোতার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদের দশ হাজার তৃণমূল সমর্থক একত্রিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রী খানের মতে, এই গোপন সমঝোতা শুরু হয়েছিল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে। তাই ইতিমধ্যেই তৃণমূল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা, ভরতপুর ১, ভরতপুর ২, নয়দা, রেজিনগর, বড়ঞা, কান্দি অর্থাৎ বহরমপুর লোকসভার অধীন যে সাতটি বিধানসভা আছে, সেখানে। শোনা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মুর্শিদাবাদ তৃণমূলের অনেক ব্লক সভাপতিরা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছে। তারই সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদে মাত্র একটি আসন পেয়েছে।

শ্রী খান আরও জানিয়েছেন, আগামী ২০১৬ সালে হুমায়ুন কবীর যদি আবার কংগ্রেসে ফিরে যান এবং কংগ্রেসের টিকিটে রেজিনগর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা অর্থের বিনিময়ে ব্লকের সভাপতি নির্বাচন করছেন। কিছুদিন আগে হুমায়ুন কবীর প্রকাশ্যে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দালাল, মদের ব্যবসায়ী বলেছিলেন। তাঁর অনেক টাকা অধীরের কাছে পাওনা আছে। সুযোগ পেলেই তাকে গাছে বেঁধে টাকা আদায় করে নেবেন। কিন্তু এখন আর এ ধরনের কথা আদৌ উচ্চারণ করেন না হুমায়ুন। কারণটা খুব পরিষ্কার। দু'জনের মধ্যে পুরো সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন খুবই দুর্বল। তারপর যারা আছেন, তাদের অনেকেই পদলোভী, অর্থের চক্করে ঘুরে বেড়ান। এছাড়াও দালালি করে তাদের অনেকের দিন চলে। তাদের মোট ভোটের সংখ্যা এগারো-বারো শতাংশ। অন্যদিকে অধীর চৌধুরীর শক্তি সম্পর্কে সকলেই অবহিত। তাই তারা মনে করেন, হুমায়ুন কবীর, অধীর চৌধুরীর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে সঠিক কাজই করেছেন।

১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিকেরা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন পাঁচজন। তাঁদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় ভাষা দিবস। রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে মর্যাদা দিয়েছে। সেই ভাষা আন্দোলন থেকেই যে আন্দোলন চলতে থাকে, তার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। সেই শহীদদের স্মরণে আমরা জানাই বিনম্র প্রণতি।

উচ্চমাধ্যমিকের নমুনা প্রশ্নপত্রে অজস্র ভুল

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নয়া পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নয়া প্রশ্নপত্রের ধাচের দিকে লক্ষ্য রেখে ১০ জানুয়ারি একাদশ শ্রেণির নতুন প্রশ্ন

এরপর পাঁচের পাতায়

মমতাই পারেন দেশকে বদলাতে: আন্না হাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: একশোটি আসন পেলেই দেশকে বদলে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনিই এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার একমাত্র যোগ্য প্রার্থী। 'দিদি'র সাদাসিধে এবং লড়াকু জীবন আমায় আকর্ষণ করেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলি বলেন, প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে। তিনি আরও বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি 'দিদি'র দল ছাড়া আর কারোও হয়ে প্রচার করবেন না। এদিন ওই সাংবাদিক সম্মেলনে আন্না'র সঙ্গে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের অন্য রাজ্যে আমরা প্রার্থী দেব। তবে সেই ব্যাপারে আন্নাজীর

মতামতই শেষ কথা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আন্না হাজারে বলেন, মমতাকে সমর্থন করছি বলে অনেকে আমার সমালোচনা করত। তাতে আমি ভয় পাই না। তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক দল নয়, চারিত্রিকভাবে দেশের ভাল চাওয়া ব্যক্তিকেই আমি সমর্থন করব।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি বিশ্বাস করি ওরা (কংগ্রেস-বিজেপি) প্রয়োজনীয় আসন পাবে না। বিজেপি বড় জোর পাবে ১৫০ আর কংগ্রেস পাবে ৬০টি আসন। ঘটনাচক্রে, এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেও বিজেপি'র সমালোচনায় একটি শব্দও খরচ করেননি মমতা। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ কী? খালি ধমকানো। জমিদারি প্রথার মতো আমাদের দেশ চলছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

এবারের জেলা পরিষদ প্রাণহীন গতানুগতিকতায় ভুগছে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৫ মাস হতে চলল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে দ্বিতীয়বার তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করেছে। বিরোধী আসনে বামফ্রন্ট, কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে নব প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষদের দফতরে আগের বোর্ডের মতো সেই প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিশেষ কোনও জরুরী সভা না থাকলে তৃতীয় তলে সব কর্মাধ্যক্ষদের একসঙ্গে দেখা যায় না। বহু দর্শনার্থী আসেন কিন্তু কর্মাধ্যক্ষদের দরজা বন্ধ দেখে চলে যাচ্ছেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত কোনও কর্মাধ্যক্ষকেই চোখে পড়েনি। ১টা ৪০ মিনিটে খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর ঘরে দেখা হল। তিনি জানালেন, আমার তো এখানে কাজ কম। ডিজিটাল রেশনকার্ড হচ্ছে, আমাকে বিভিন্ন ব্লকে ছুটতে হচ্ছে। তবুও ৪ দিন আমি দফতরে আসি। ভাঙ্গড় থেকে জনৈক ব্যক্তি পুর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির সর্দারের ঘরে সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, অতদূর থেকে বার বার আসি। কিন্তু এঁদের তো দেখাই পাই না। ভদ্রলোক জানালেন, তাঁর স্ত্রী নাকি জেলা পরিষদের সদস্যা। বন ও ভূমি দফতরে কর্মাধ্যক্ষ সেলিম খানের ঘরের সামনে থেকে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন কয়েকজন মৌলবি সাহেব। মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মানবেন্দ্র হালদারের ঘরে বেশ কয়েকজন বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জানালেন, কর্মাধ্যক্ষ আজ আসবেন কিনা বলতে পারছি না। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শাজাহান মোল্লা পৌনে তিনটে নাগাদ দফতরে এলেন। স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ছোট মোল্লাখালির বাসিন্দা ভবতোষ জোতদার। তিনি জানালেন,

এরপর পাঁচের পাতায়

এখন থেকে আলিপুর বার্তার ইন্টারনেট সংস্করণ দেখতে পাবেন এই ওয়েবসাইটে http://www.alipur-barta.org ফেসবুকেও নিয়মিত পাবেন পত্রিকার চলতি সংস্করণ

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত আলিপুর বার্তা

স্বামীজীর ছোঁয়ায় ধন্য বজবজ, মন্ত্রী গর্বিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ট্রেন যাত্রার স্মরণে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ স্টেশনে বিবেকানন্দ প্রতীকী ট্রেনের সবুজ পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করলেন পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। ২৯তম যাত্রার স্মরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, সবার অলক্ষ্যে ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী বজবজের মাটি ছুঁয়ে রেল যোগে গিয়েছিলেন। কলকাতা সেদিন বজবজের বাসিন্দারা স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি।

আলিপুর বার্তার সহ-সম্পাদকের হাতে স্মারক পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

অষ্টম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশদের স্ব-নির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রশিক্ষণ

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এর মধ্যে তিন মাসে প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে ফল প্রক্রিয়াকরণ এবং ফেব্রিক পেন্টিং। ফল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক এবং ফেব্রিক প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পাশ চাই।

ছয় মাস প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির পাশদের জন্য কার্পেন্ট্রি, ক্লাস এইট পাশদের জন্য মোটরবাইক ও অটো রিপেয়ারিং, মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং, গ্যাস ও ইলেক্ট্রিক ওয়েলডিং। মাধ্যমিক পাশদের জন্য রয়েছে ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং, রেডিও-টিভি মেকানিক, কম্পিউটার বেসিক কোর্স, ডিটিপি কোর্স, ফটোগ্রাফি ও ভিডিও গ্রাফি, টেলারিং (সেলাইয়ের কাজ), বিউটিশিয়ান, তত্ত্ব ও কনে সাজানো।

এক বছরের প্রশিক্ষণের মধ্যে মাধ্যমিক পাশদের জন্য রয়েছে মোটর মেকানিজম, ইলেক্ট্রিক, হাইসওয়ারিং, আর্মেচার ওয়াইন্ডিং। উচ্চমাধ্যমিক পাশদের জন্য রয়েছে কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও নেটওয়ার্কি এবং ফিজিওথেরাপি।

ফিজ কোর্স অনুযায়ী ৪০০ থেকে ৫০০০ টাকা।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণের জন্য ৩০ টাকার বিনিময়ে আবেদনের ফর্ম দেওয়া হচ্ছে।

ঠিকানা: রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৩।

যারা গিয়ে যোগাযোগ করতে চান তাদের জন্য পথনির্দেশ - দমদম থেকে মেট্রোরেল ধরে কাজীনজরুল (গড়িয়াবাজার) স্টেশনে নেমে নরেন্দ্রপুর মিশন গেটের অটো বা বাস ধরুন। গড়িয়া মোড় ৫০৬ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে নরেন্দ্রপুর মিশনে যাওয়ার বাস ও অটো পাবেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সোনারপুর স্টেশন থেকেও অটো ধরে কামালগাজী মোড় হয়ে যেতে পারেন।

নিখরচায় শ্রমিক বিদ্যাপীঠে

মাধ্যমিক অথবা ক্লাস এইট পাশ যে কোনও বয়সের পুরুষ ও নারীদের দুমাস থেকে ছ মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সরকারি শ্রমিক বিদ্যাপীঠগুলিতে। নিখরচায় এই কেন্দ্র থেকে ফর্ম দেওয়া হয়। এখন ভর্তি করা হচ্ছে এই ট্রেড গুলিতে।

১) বাটিক প্রিন্টিং ,২) বিউটিশিয়ান, ৩) বই বাঁধাই, ৪) টিভি মেরামতি, ৫) সেলাই ও টেলারিং, ৬) এমব্রোয়ডারি, ৭) ফেব্রিক পেন্টিং, ৮) ফ্যাশান ডিডাইনিং, ৯) ফল সংরক্ষণ, ১০) জুট ডিজাইনিং,১১) মেশিনিটিং, ১২) মিউজিক ১৩) সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং, ১৪) পুতুল তৈরি, ১৫) টেলিফোন ও মোবাইল মেরামতি, ১৬) রেডিও মেরামতি।ভর্তির জন্য যোগাযোগ শ্রমিক বিদ্যাপীঠ ,৫৬-এ বিটি রোড (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), কলকাতা-৫০। এছাড়া শাখা কেন্দ্র রয়েছে ১) ১ টালিগঞ্জ মহিলা সমিতি ৬৫ব২ প্রিন্স আনোয়ার সাহা রোড, কলকাতা ৩৩। ২) তপসিয়া ব্যায়াম সমিতি, ৮৮ব এ তপসিয়া রোড, কলকাতা ৩৯। ৩) নব নীহারিকা, ৪২ বেনি ব্যানার্জি অ্যাভিনিউ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা -৩১।

নিমপীঠে স্বনির্ভরতা প্রশিক্ষণ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে মোবাইল ফোন মেরামতি শিখতে পারেন। ১৮-৪৫ বছরের প্রার্থীরা। এছাড়া নিমপীঠের লোকমাতা রানিরাসমনি মিশনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী শিক্ষা সংসদের অনুমোদনে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে কমপিউটার ফান্ডামেন্টাল, ডিটিপি, টেলিফোন ও মোবাই মেরামতি এবং গাড়ি মেরামতি প্রশিক্ষণ। কোর্স মেয়াদ-৬ মাস। সাধারণের জন্য কোর্স ফিজ ২৭০ টাকা। তপশিলিদের ১৫০ টাকা।

যোগাযোগ নিমপীঠ লোকমাতা রানিরাসমনি মিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড ৩৭৪৭৭৩৮।

ফোন নম্বর -০৩২১৮-২২৬০২৮/৯৭৩২৮১৮৩৯৭।

অষ্টম শ্রেণি- আইটিআই পাশেদের ডকে নিয়োগ

মাজাগাঁও ডকে ১০২৯ জন কারিগরি কর্মী নেওয়া হবে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - DIV-REC-NE/70/2014।

জুনিয়র ড্রাফটসম্যান

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে এই ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট।

জুনিয়র প্ল্যানার এস্টিমেটর (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স)

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স ইন্সট্রুমেনটেশন, টেলি কমিউনিকেশন বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি।

স্টোর কিপার

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেনটেশন যে কোনও একটিতে ডিপ্লোমা। মেটারিয়াল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমাসহ কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

ফিটার

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে ফিটার ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিশিপ সার্টিফিকেট পাশ।

স্ট্রাকচারাল ফেব্রিকেটর

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে এই ট্রেডে উপরক্ত সার্টিফিকেট পাশ।

জুনিয়র প্ল্যানার এস্টিমেটর (মেকানিক্যাল)

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে এই মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন বা মেরিন যে কোনও একটিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

পাইপ ফিটার

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে এই ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পাশ।

ব্রাস ফিনিশার, ইলেকট্রনিক মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ন, ইলেকট্রিক ট্রেন অপারেটর, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, মিলরাইট মেকানিক, এ সি রেফ্রিজারেশন মেকানিক, ডিজেল কাম মোটর মেকানিক, চিপার গ্রাইন্ডার, কার্পেন্টার এই সবকটি পদের ক্ষেত্রেই

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে এই ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পাশ।

কম্পোজিট ওয়েলডার, রিগার দুটি পদে

যোগ্যতা: ক্লাস এইট পাশ সঙ্গে এই ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পাশ।

কম্প্রেসর অ্যাটেন্ড্যান্ট

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে মিল রাইট মেকানিক বা মেশিলটুল মেন্টেন্যান্স ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পাশ।

ড্রাইভার

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক কাজে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

সিকিউরিটি সেপাই

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক কাজে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

লস্কর

যোগ্যতা: ক্লাস ফাইভ পাশ সঙ্গে লঞ্চ ক্রু হিসেবে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। সাঁতার জানা বাধ্যতামূলক।

ফায়ার ফাইটার

যোগ্যতা: মাধ্যমিক সঙ্গে ফায়ার ফাইটিং বিষয়ে ৬ মাসের কোর্স পাশ করা চাই।

বয়স: প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪তে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে হতে হবে। তপশিলিরা ৫, ওবিসি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়ম অনুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: মাইনের প্রথমে পদ অনুসারে ৬০০০-৭৫০০।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্ত ডাউনলোড করুন www.mazagondock.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট যেটি মাজাগাঁও ডক লিমিটেড-এর অনুকূলে মুম্বাইতে প্রদেয় হতে হবে। তপশিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফিজ দিতে হবে না। এছাড়া এক কপি ফটো এবং সমস্ত শংসাপত্রের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি দেবেন। দরখাস্ত কুরিয়র বা ডাকে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - DGM (HR-REC-NE), RECRUITMENTCELL, SERVICE BLOCK-3TH FLOOR, MAZAGON DOCK LTD., DOCKYARD ROAD, MUMBAI-4000010

ADVERTISEMENT

The undersigned are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling up the Re-Vacance of M.R. Delership at Dakshin Chandanpiri Centre under Haripupr, G.P. of Namkhana Block, Dist-South 24 Parganas. If the applicant be indivuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-Division. While selecting suitable candidate for offering dealership licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013 preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the Office of the S.C (F&S), Kakdwip, Last Date for submission on application in prescribed proforma 15-03-2014 up to 5 P.M.

Thanking you,

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S)
Kakwdip, South 24 Parganas

191(2)/জে.ত.স.দ/24 পরঃ(দঃ)/17.2.14

‘বারুইপুর মহকুমাতে কুলতলি ব্লকে ১(একটি) নূতন রেশন ডিলার নিয়োগ হইবে, বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য বারুইপুর মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)-এর দপ্তরে যোগাযোগ করুন। দরখাস্ত জমা দেওয়া শেষ তারিখ ১৮,০৩,২০১৪।’

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S)
Baruipur & E.D.Asstt. Director
South 24 Parganas

২১২/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/১৯.২.১৪

বিদ্যাসাগর মাতৃসদন ও হাসপাতাল

পরিচালনায়ঃ রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভা

স্যার রমেশ মিত্র রোড, নারায়ণপুর, পোঃ আর- গোপালপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩৬
ফোনঃ ২৫১৯-৬৩৯২

চিকিৎসা পরিষেবায় রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার নবতম সংযোজন

● অত্যাধুনিক আই.সি.ইউ ● এইচ.ডি.ইউ ● এন.আই.সি.ইউ ● পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড ● ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ
● ২৪ ঘণ্টা ল্যাবরেটরীর সুবিধা ● নিজস্ব ফার্মেসী ● ইউ.এস.জি। বহির্বিভাগ চিকিৎসার সুবিধা ।।
গাইনী পেডিয়াট্রিক ● মেডিসিন জেনারেল সার্জারী ● নিউরো সাইক্রিয়াট্রি চেষ্ট।

বহির্বিভাগ রবিবারও খোলা থাকে।

সুদীর্ঘ পথ চলায় আমাদের পদক্ষেপ

◘ প্রতিটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান। ◘ বিনামূল্যে টেস্ট পেপার প্রদান। ◘ দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অনুদান। ◘ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পোশাক ও ব্যাগ প্রদান।

রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা অঞ্চলের ক্লাব-প্রতিষ্ঠানগুলির অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় আর্থিক অনুদান

রাজারহাট গোপালপুর পৌরাঞ্চলে আধারকার্ড প্রদান কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ওয়ার্ডের নাগরিকগণ পেয়েছেন। আধারকার্ড পেতে পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ পৌরপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন।

শ্রী লোকনাথ দেব
উপ-পৌরপ্রধান

শ্রী তাপস চ্যাটার্জী
পৌরপ্রধান

পৌরসভা আপনার। সঙ্গে থাকুন।

বিডিও অফিসে বাম নেত্রীকে দলত্যাগ করাতে চেয়ে নির্যাতনের অভিযোগ

মেহেবুব গাজী, কুলপি: রামনগর গাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম দলে পঞ্চায়েত সদস্যা শিখা হালদার, বুধবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য কুলপি বিডিও'র কাছে আবেদন জানান বলে বুধবারে খবর পাওয়া গিয়েছিল। ওদিকে তৃণমূলে যোগ দিতে শিখা হালদারকে বাধ্য করতে বিডিও অফিসের মধ্যে তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কিছু নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শিখা হালদারকে নাকি বন্ধ ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে ১৫ জন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কিল-চড়-লাথি মেরে তাঁকে কয়েকটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনগর-কাজিপুর পঞ্চায়েতে গুমুখবেড়িয়ার সদস্যা শিখা হালদার একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদক এবং স্থানীয় গুমুখবেড়িয়ার ব্রজমোহন হাইস্কুলের মিড-ডে মিল পরিচালনা করেন। কিন্তু গত সপ্তাহে মিলের দায়িত্ব থেকে তাঁদের গোষ্ঠীকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রীমতি হালদার গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিয়ে বিডিও'র কাছে যান। বিষয়টি শোনার জন্য বুধবার বেলায় বিডিও তাদেরকে অফিসে আসতে বলেন। শ্রীমতি হালদারের অভিযোগ সে সময় বিডিও অফিসে ছিলেন না। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদ্যুৎ মণ্ডল ও জামাল খাঁ বিষয়টি মিটমাট করার জন্য তাঁদের ঘরে ডাকেন ওই মহিলাকে। তিনি ঘরে ঢোকা মাত্র ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তৃণমূল নেতারা তাঁর মাথায় রিভোলভার ঠেকিয়ে সাদা কাগজে সই করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। রাজী না হওয়ায় তাঁকে প্রহারের সঙ্গে নাকি শ্লীললতাহানিও করা হয়। তিনি কাঁধছিলেন বলে তাঁর ছেলেকে অপহরণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়।

অপরদিকে তৃণমূল নেতা প্রদ্যুৎ মণ্ডল বলেন, শিখা হালদারকে আমরা মারধর করিনি। ওই সদস্যা নিজে সিপিএম ছাড়ার কথা বিডিওকে জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা দলে নিইনি। বিডিও সেবানন্দ পাণ্ডা জানান, এবিষয়ে একটি লিখিত আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু মারধর বা শ্লীললতাহানির খবর জানা নেই। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) আভারু রবীন্দ্রনাথ বলেন, ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

রাজনৈতিক বাধায় স্তব্ধ লক্ষীকান্তপুরের ডবল লাইন

শামিম হোসেন, ডায়মন্ডহারবার: বুধবার সকাল ৭টা থেকে শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষীকান্তপুর লাইনে মাধবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ করার দাবিতে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া, মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার ও ব্লক সভাপতি অলোক ভট্টাচার্য।

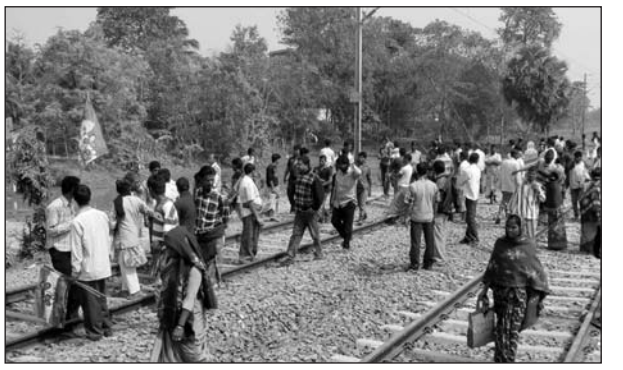

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, আপ লাইনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ না করে উল্টোদিকের ডাউন লাইনের সম্প্রসারণ করলে সুবিধা পাবেন শুধু স্থানীয়রা। এই কাজিয়ার জেরে লক্ষীকান্তপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না। লক্ষীকান্তপুর স্টেশনের আগেই এই মাধবপুর স্টেশন। অবরোধকারী ব্লক সভাপতি অলোক ভট্টাচার্য বলেন, আপ লাইনে সম্প্রসারণ করলে সমস্যায় পড়বেন যাত্রীরা। সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে ডাউন সম্প্রসারণের দাবি করা হয়েছে। সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ চলার পর রেল আধিকারিকরা এলে তবে অবরোধ ওঠে। শিয়ালদহ ডিআরএম অর্চনা ভার্মা সিনহা বলেন, পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হওয়ার পরও ট্রেন না চলায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন যাত্রীরা। আমরা বৈঠক ডেকেছি।

বিষ্ণুপুর-২ ব্লকে তৃণমূল কিষাণ ও ক্ষেত মজুর সম্মেলন

মুখামন্ত্রীর স্লোগান - কৃষি আমাদের গৌরব, শিল্প আমাদের শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকে বাখরাহাট উচ্চবিদ্যালয়ে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কিষাণ ও ক্ষেত মজুর সম্মেলন হল। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ২০০০ কৃষক ও তৃণমূল সমর্থক কর্মীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কিষাণ ও ক্ষেত মজুর সমিতির সভাপতি ডাঃ তরুণ রায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, কলকাতার মেয়র তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শোভন চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি শক্তি মণ্ডল, কার্যকরী সভাপতি অঞ্জন দাস, বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার প্রমুখ। শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির স্লোগান হল, কৃষি আমাদের গৌরব, শিল্প আমাদের শপথ। কৃষকদের নিরন্ন করে আমরা উন্নয়ন চাই না। সরকার এখন কৃষকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কিষাণ মাণ্ডি করছে। নিজ ফসল-নিজ গোলা প্রকল্প করা হয়েছে। চাষীদের সার, বীজ ও নানা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে কৃষকদের স্বার্থে আরোও প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। এদিন বেশ কয়েকজন কৃষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কিষাণ ও ক্ষেত মজুর কমিটির সভাপতি সমীর পাল।

ভাষা দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছেন বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী।

কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ফলতা: ন-পুকুরিয়া পঞ্চায়েতের রামলোকি গ্রামের পালুই বাগানের এক পুকুর থেকে সালমা খাতুন (১৫) নামে রুকিয়া এমএসকে শিক্ষায়তনের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নিহতের পিতা সালাম শেখ পেশায় দর্জি। কিশোরীটির গত শনিবার বিকেলে নোদাখালী পশ্চিম পোয়ালিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়। কিন্তু রাত অবধি সেখানে সে পৌঁছায়নি। তার ফোনের সুইচ অফ ছিল। রবিবার বিকেলে ফলতা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে তার পরিবার। সোমবার সন্ধ্যায় ছাত্রীর বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ওই পুকুরটিতে তার দেহ মেলে। ওড়না দিয়ে মুখ বাধা ছিল, মুখ বন্ধ ছিল লিকোপ্লাস দিয়ে। শরীরে মেলে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। পুকুর পাড়ে পাওয়া গিয়েছে মদের বোতল, খাবারের ফাঁকা প্যাকেট। ছাত্রীর কাকিমা রোসেনারা বিবি জানান, প্রায়ই ওকে ফোনে বিরক্ত করত এক স্থানীয় যুবক। পুলিশ কল লিস্ট দেখছে ও পরিচিতিদের তালিকা তৈরি করছে।

Government of West Bengal
Office of the Sub-Divisional Controller
Department of Food & Supplies,
Alipore (S) South 24 Parganas
New Adnimistrative Building, 6th Floor
Alipur, Kolkata-700027

ADVERTISEMENT

Application are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling vacancy of Delership at Vill-Bakeswar, G.P-Panakua under Bishnupur-I, S-24Pgs & Vill-Karimpur Under Bishnupur-I, S-24Pgs and Vill-Chamni, Bishnupur-I Block under Alipore Sub-Division, District South 24 Parganas. If the applicant be indivuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-Division. While selecting suitable (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the Office of the S.C.F&S, Alipore. Last Date for submission of application in prescribed proforma 16-03-2014 up to 5:00 P.M.

Thanking you,

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S), Alipore (S)
South 24 Parganas, Alipore

২১৩/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/১৯.২.১৪

এবারের জেলা পরিষদ প্রাণহীন গতানুগতিকতায় ভুগছে

একের পাতার পর

ডাক্তার বাবু সেনিটেশনের একটি সভায় রবীন্দ্রসদনে আছেন। তিনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। ৩টে পর্যন্ত দেখা মেলেনি আবেদা পরভিন (শিক্ষা), মহামায়া নস্কর (নারী ও শিশু), অরবিন্দ প্রামানিক (বিদ্যুৎ ও কুটিরশিল্প) -দের। জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জীবনকৃষ্ণ বৈরাগী একা ঘরে বসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এখন কি আপনার মনে হয় না আগের বোর্ডের মতো সেই প্রাণচাঞ্চল্য নেই? জীবনবাবু কোনও উত্তর দিতে চাননি। বিরোধী দলনেতা তথা অধ্যক্ষ রমণীরঞ্জন দাসের ঘরও বন্ধ ছিল। জানা গেল, বিশেষ কোনও সভা না থাকলে তিনিও নাকি আসেন না। জেলা পরিষদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রুপ-ডি কর্মচারী জানালেন, কর্মাধ্যক্ষ স্যাররা সবাই রোজ আসেন না। খুব একটা লোকের ভিড়ও হয় না। তবে বুধবার বেশ লোকজন আসেন। কারণ, ওইদিন জাটুয়া সাহেব (সিএম জাটুয়া, সাংসদ) আসেন। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী বলেন, দেখুন আমি তো রোজই আসি, সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত দফতরে থাকি। তবে বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

অবশ্য কর্মাধ্যক্ষদের দফতর ছাড়াও বাইরে অনেক সভা-সমিতিতে যেতে হয়। সেই কারণে সবাই রোজ আসতে পারেন না।

প্রসঙ্গত, শৈবালবাবু হয়ত ঠিকই বলেছেন। তবুও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে বর্তমান জেলা পরিষদের তৃতীয় তল কেমন যেন প্রাণহীন নিস্তব্ধ। অন্যদিকে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ যাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসেন কাজের আশায় তাঁদের বক্তব্য রোজ রোজ পয়সা খরচা করে এসে ঘুরে যাচ্ছি। কোন কর্মাধ্যক্ষ কবে আসবেন নির্দিষ্ট করে বলে দিলে আমাদের সুবিধা হয়। কে-কবে-কখন আসবেন তার সঠিক উত্তরও এখানে পাওয়া যায় না।

স্বামীজীর ছোঁয়ায় ধন্য বজবজ, মন্ত্রী গর্বিত

একের পাতার পর

এ আমাদের লজ্জা। তাই এই অনুষ্ঠান করে পূর্বপুরুষদের পাপস্খালন করছি। বজবজের ভূমিপুত্র হিসেবে আমার গর্ব বোধ হয়। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন স্বামীজী বজবজে। এই ইতিহাস পরে গবেষণায় স্বীকৃতি পেয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে আরোও বড় করে এই স্মরণ অনুষ্ঠান করা হবে।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা তথা স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির সভাপতি আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গণেশ ঘোষ মঞ্চে বলেন, আলিপুর বার্তা সংবাদপত্র ৫০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে।

তাদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বজবজের নানা ইতিহাসে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। তাই তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্মারক ও উত্তরীয় তুলে দেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক কুনাল মালিকের হাতে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, তারাপীঠ রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের মহারাজ স্বামী হংসানন্দজী, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, স্মারক কমিটির সম্পাদক ও পৌরপিতা দীপক ঘোষ প্রমুখ।

উচ্চমাধ্যমিকের নমুনা প্রশ্নপত্রে অজস্র ভুল

একের পাতার পর

পত্রের নমুনা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। কিন্তু ৪৫টি বিষয়ের প্রশ্ন প্যাটার্ন ও নমুনা প্রশ্নপত্র নিয়ে তৈরি পুস্তিকাটি পদে পদে ভুলে ভরা। ফলে একাদশ শ্রেণির আগামী বার্ষিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা চরম সংকটের মুখে। ইংরাজি প্রশ্নে গুচ্ছ গুচ্ছ বানান ভুল। একটা ৮০ নম্বরের প্রশ্ন পত্রে ১৬টির বেশি বানান ভুল। পাশাপাশি মধ্য শিক্ষাপর্ষদের দশম শ্রেণির ২০১১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত নমুনা প্রশ্নপত্র ২০১১-১২তে কোনও ভুল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের এই পুস্তিকাতে ইংরাজি ছাড়াও ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা, ভূগোল প্রশ্নপত্রে অজস্র বানান ভুল ধরা পরার অভিযোগ উঠেছে। ইতিহাসে অচেনা শব্দগুলি ঠিক আছে কিনা তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে পরীক্ষার্থীরা। পুস্তিকাটির প্রকাশক ও সংসদ সচিব সুব্রত ঘোষের বক্তব্য, পুস্তিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে প্রুফ চেকিং- সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ওপর ছাড়া হয়েছিল। সংসদ অফিসারের ভূমিকা নগণ্য। কোনও কোনও কপিতে ১৫৩ থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠাই নেই। শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা রাখা হয়নি। ইতিহাস বিষয়ে নমুনা প্রশ্নের শুরুতেই ভুল। ইংরাজি অনুবাদে ফুল মার্কস ৮০ ও বাংলা অনুবাদে পূর্ণ মান ৯০ ছাপা হয়েছে। বানান ২০ বছর আগের বাংলা বানান। ভূগোল, বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই দেখে মনে হচ্ছে প্রুফ সংশোধন না করেই পুস্তিকা ছাপা হয়েছে। জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন এবং পরিবেশ বিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েশ্চেন প্যাটার্ন আছে, নমুনা প্রশ্নপত্র নেই।

মমতাই পারেন দেশকে বদলাতেঃ আন্না হাজারে

একের পাতার পর

আন্নাজী বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিলাসবহুল জীবন কাটাতেই পারতেন মমতা। কিন্তু তিনি সরকারি গাড়ি নেন না। ছোট বাড়িতে থাকেন। এধরনের ত্যাগ ছাড়া দেশ ও সমাজ এগোতে পারে না। আমার ১৭ দফা দাবির কথা জানিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে চিঠি দিয়েছিলাম। একমাত্র দিদি এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন ও সেগুলির বাস্তবায়নে রাজি হয়েছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে লিখেছিলাম। উত্তর পাইনি। সুতরাং তাদের সমর্থনের প্রশ্ন নেই। তবে তিনি কেজরিওয়ালের বিরোধিতাও করবেন না। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন বা হবেন না, তা এখনই বলার সময় আসেনি। বিষয়টি আদৌ 'প্রি-পেড' নয়, 'পোস্ট পেড'। ভোটের ফলের পরেই সব কিছু ঠিক করা হবে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদেন, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠীর নাতনি ইন্দিরা তেওয়াড়ি। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বারানসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়াও যোগ দিয়েছেন প্রসারভারতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরুণ ভাটনগর। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জব্বলপুর কেন্দ্র থেকে। দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এসএন গুপ্তা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির কোনও কেন্দ্র থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সারা রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে রাজ্যের ২৩ হাজার পরিবারকে চিহ্নিত করে সমীক্ষা চালানো হবে বলে জানান, নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শশী পাঁজা। চলতি আর্থিক বাজারে এই প্রকল্পে মোট ৪১৭ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। স্কুলশিক্ষকেরা বলছেন, এই প্রকল্প চালু হবার পর ড্রপ আউটের সংখ্যা কমছে। এদিকে কলকাতায় গত ১০ জানুয়ারি থেকে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কন্যাশ্রী প্রকল্প মেলা চলছে ১৫টি বড়ো এলাকায়।

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)
কার্য্যালয়, ডায়মণ্ড হারবার
প্রশাসন ভবন, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দূরভাষ :- ০৩১৭৪-২৫৫-২৩৮

সংশোধনী

ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস ধর্মঘট-এর কারণে পয়লা ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে ১১টি এম আর ডিলারশিপের রেজাল্ট্যান্ট ভ্যাকান্সীর জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪/০২/২০১৪ এর পরিবর্তে ১৩/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আবেদনপত্র কেবলমাত্র রেজিষ্ট্রি ডাকে বা স্পীড ডাকে মুখবন্ধ খামের উপরে কেন্দ্রের নাম লিখে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষরিত
মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)
ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
২৩৩(২)/জে.ত.স.দ/২৪
পরঃ(দঃ)/২১.২.১৪

দুই ডাকাত ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি: মঙ্গলবার দুপুরে কুলপি রোড এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী সিদ্ধেশ্বর সাহার বাড়ি থেকে চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষেরা ছুটে এসে দুই ডাকাতকে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম সমীর সর্দার ও শংখনাথ সর্দার। তাদের কাছ থেকে নগদ ১৫ হাজার টাকা, ২টি সোনার হার, ১টি মোবাইল, ২টি ভোজালি উদ্ধার হয়েছে।

পারিবারিক বিবাদে ডাকাতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি: মুখার্জি চকের নস্কর পাড়া এলাকায় বস্ত্র ব্যবসায়ী দীনবন্ধু নস্করের বাড়িতে বেশ কিছুদিন পারিবারিক বিবাদ চলছিল সম্পত্তি নিয়ে। রবিবার রাতে ১০ জনের দুষ্কৃতী দল বাড়িতে ঢুকে দীনবন্ধুর স্ত্রী সরস্বতীর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে, দীনবন্ধুর হাত লক্ষ করে গুলি চালায়। এর পর তারা ১০ হাজার টাকা, ৯০ হাজার টাকার অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ এই নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, এখন অবধি কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নালিয়াখালি গলাডহরা গ্রামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী অভিযোগ জানায়, হেরোভাঙা বাজারে মোবাইল সারাতে গিয়ে হাবিলউদ্দিন মোল্লা, শাহউদ্দিন মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এদিন ওই ছাত্রীকে তারা ডেকে নিয়ে গিয়ে ধোপার মোড়ে ফাঁকা মাঠে ধর্ষণ করে। স্থানীয় মানুষের হাতে দুই ব্যক্তি ধরা পড়ার পর তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আবার বাঘের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সুন্দরবন কোস্টার থানার পঞ্চসুখানি নদীত সংলগ্ন জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার সময় এক বাঘ শেফালি মণ্ডল নামক মৎস্যজীবিনীকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। সাত জেলিয়া পাথর পাড়া গ্রামের ওই বাসিন্দা স্বামী নরেন মণ্ডল ও রবিন মণ্ডলের সঙ্গে এদিন কাঁকড়া ধরতে যান। সুন্দরবন মৎস্যজীবি রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মণ্ডল জানান, বিষয়টি বিভাগীয় দফতরে জানান হয়েছে। সম্প্রতি এইভাবে আক্রান্ত মৎস্যজীবিদের তালিকা তৈরি করে তাদের ক্ষতিপূরণ ও নাবালকদের পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কাজ শুরু হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা,২২ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ, ২০১৪

বিজেপি-কংগ্রেসের ভাঙার রাজনীতি

ভারতকে আর কতগুলি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত করলে রাজনৈতিক দলগুলির অভিষ্ট পূর্ণ হবে? ব্রিটিশ আমলে তাঁদের রাজনৈতিক অভিসন্ধির কারণেই শ্রীলঙ্কা, বর্মাকে আলাদা করে। বাংলা বিভাজন, ভারত ভাগও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কুট কৌশলের অংশবিশেষ। দেশভাগের পাপ থেকে ব্রিটিশ, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লিগের পাশাপাশি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও মুক্ত নয়। অবশ্য গান্ধীজী দেশ ভাগের সময় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না বা ক্ষমতাপ্রিয় তৎকালীন নেতৃত্বের কাছে ব্রাত্য ছিলেন। কংগ্রেস একের পর এক ভারতকে শাসনকার্যের সুবিধার্থে টুকরো করেছে। পরবর্তীকালে বিজেপি প্রভাবিত এনডিএ ভারতে তিনটি রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। দেশের ২৯তম রাজ্য হতে চলেছে তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশকে বিভক্ত করে। এই নতুন রাজ্য সৃষ্টি নেপথ্যে যেমন একদিকে নানা আন্দোলন, অন্যদিকে রাজনীতির নানা অংক কাজ করেছে। লোকসভায় তেলেঙ্গানাকে কেন্দ্র করে প্রায় হিটলারি কায়দায় কেন্দ্র বিল পাশ করিয়েছে। এই ধরনের এমার্জেন্সি কেন করতে হল 'ইউপিএ-টু'কে, তা সোনিয়া কোম্পানি বুঝবে। কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদত দেবে এবং পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম হবে না। কংগ্রেসের বিভাজন রাজনীতির দেশের ভিতর বাইরে নানা অস্থিরতার সৃষ্টি করবে। দেশের দুই জাতীয় দল বিজেপি ও কংগ্রেস একসঙ্গে বেজেছে এবং লাভের গুড় নিজেদের দিকে টানার স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। লোকসভা ও রাজ্য সভায় এ রাজ্যে দুই যুযুধান দল তৃণমূল ও বামফ্রন্টের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত সদর্থক। বাংলার জনপ্রতিনিধিদের এই প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। ভাঙার রাজনীতিতে বিজেপি-কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ অন্যদিকে ভাঙার বিপক্ষে তৃণমূল-বামফ্রন্ট এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বাম-তৃণমূলের এই ভাবনা প্রশংসনীয়।

অমৃতকথা

১৮১। নারদ শুকদেব এঁরা সব নিত্যজীব। যেমন কলের জাহাজ আপনিও পারে যেতে পারে, আবার বড় বড় জীব-জন্তু এমনকি হাতীকে পর্যন্তও পারে নিয়ে যেতে পারে।

১৮২। নিত্যজীব যেমন মৌমাছি কেবল ফুলের ওপর বসে মধু পান করে। নিত্যজীব একমনে হরি-রস পান করে, বিষয়-রসের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১৮৩। সাধ্য সাধনা করে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এতো জপ এতো ধ্যান করতে হবে, এইভাবে পূজা করতে হবে, এ সব বিধিবাদীর ভক্তি নিত্যজীবের নয়।

১৮৪। ঈশ্বর যেন চিনির পাহাড়, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষুদে পিঁপড়ে একটি ছোট দানা নিলে। ডেঁও পিঁপড়ে না হয় তার চেয়ে একটু বড় দানা নিলে, কিন্তু পাহাড় যেমন তেমনি রইল। ভক্তেরা সেই রকম তাঁর একটা ভাব নিয়ে মেতে যায়, কেউ তাঁর সব ভাব নিতে পারে না।

১৮৫। কেউ এক ছটকা মদ খেয়ে মাতাল হয়, কেউ বা দু'চার বোতল মদ খেয়ে মাতাল হয়। মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসাব আর কি দরকার?

১৮৬। সাধুসঙ্গ চালের জলের মতো। চালের জলে নেশা কাটায়। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে চালের জল খাওয়াও দেখবে তার নেশা চলে যাবে। সংসার মদে মত্ত জীবনের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে সত্য করতেই কেজরিওয়ালদের উত্থান

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মাত্র ৪৯ দিনের সরকার। কিন্তু চমক সৃষ্টি করেছে সারা দেশে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারের পতনকে নানান জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু কেউ-ই হয়ত স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না, এই সরাকারের সততা নিয়ে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যখন দেশের রাজনীতিবিদদের গায়ে কালিমাচিহ্ন পাকাপাকিভাবে লেগেই রয়েছে, তখন আম আদমি পার্টি প্রমাণ করে দিয়েছে তারা একশভাগ সৎ।

বিধানসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রথম থেকেই ছিল না, একথা সত্যি। কিন্তু তারা যেন তেন প্রকারে গদিতে থাকার জন্য অযথা জেদ ধরেননি, একথা হলপ করে বলা যায়। কংগ্রেস-বিজেপি'র সঙ্গে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মূল বিরোধের বিষয় ছিল, জন লোকপাল বিল। যদি তারা ক্ষমতায় আসেন তাহলে তারা এই বিল বিধানসভায় পাশ করাবেন, এ-ধরনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের আগেই দিয়েছিলেন। অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় আসার পর তা পালন করেন না অথবা করছি-করব বলে সময় কাটিয়ে দেন। যেমন, গত কয়েক দশক ধরে মেয়েদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় সমানাধিকারের দাবিকে প্রায় সব রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে স্থান দিয়েছে। কিন্তু আজও তার বিশেষ প্রতিফলন চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে বস্তার মধ্য থেকে কুমিরছানা বের করে দেখানোর মতো করে দেখিয়ে আবার তা ব্যাগে পুরে রাখা হয়। একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়, বিদেশে গচ্ছিত দেশের কালো টাকা উদ্ধার সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে। নির্বাচন কাছে এলেই সব দলেরই দরদ উথলে পড়ে। মনে হয়, তাদের চেয়ে আপনজন যেন আর কেউ নেই। সেইদিক থেকে আম আদমি পার্টির আচরণ অবশ্যই ব্যতিক্রমী বলে মনে হচ্ছে। যে দেশের রাজনীতিবিদেরা যেন-তেন ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চান, সেই দেশে চেয়ার, ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে তারা দ্বিধা করেন না।

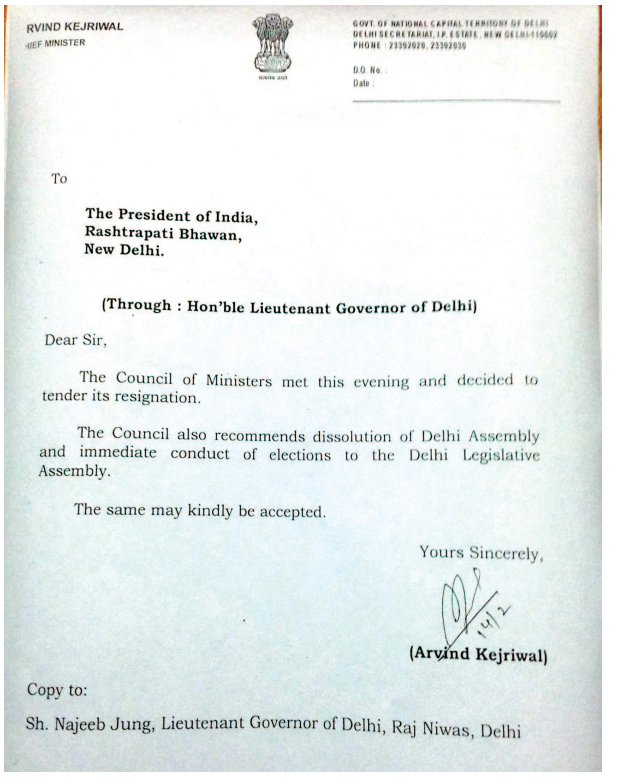

RVIND KEJRIWAL
CHIEF MINISTER

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
PHONE : 23392020, 23392030

D.O. No. :
Date :

To

The President of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.

(Through : Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi)

Dear Sir,

The Council of Ministers met this evening and decided to tender its resignation.

The Council also recommends dissolution of Delhi Assembly and immediate conduct of elections to the Delhi Legislative Assembly.

The same may kindly be accepted.

Yours Sincerely,

(Arvind Kejriwal)

Copy to:

Sh. Najeeb Jung, Lieutenant Governor of Delhi, Raj Niwas, Delhi

কেজরিওয়াল মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র

আম আদমি পার্টি দিল্লির মানুষকে বিনা পয়সায় জল খাওয়ানো, বিদ্যুতের দাম অর্ধেক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যদি রাখতে পারেন, তাহলে তাদের অপরাধ কোথায়?

ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের কিছু তাবড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা গেল গেল রব তুলেছেন। তারা বলতে শুরু করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাদের দল রাজনীতির কিছু বোঝেন না। এই দল যখন প্রকাশ্যে আসে তখনও তারা একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তারপর যখন আপ ক্ষমতায় এল, তখন কয়েকদিনের জন্য ওইসব নিন্দুকেরা চুপ করে ছিল। তারপর আবার তাদের নিন্দার ছটার বিচ্ছুরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এইসব নিন্দুকেরা আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপকে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও আজও এদেশে অনেক মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যান। আজও এদেশের অনেক শিশু শৈশবে আড়কাঠিদের চক্রান্তে চিরতরে কোথায় হারিয়ে যায়। অথচ এদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী, বিধানসভা বা লোকসভায় পরাজিত হওয়ার পর অর্থাভাবে কষ্ট পান, তার কোনও নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিন্দুকেরা বলতে শুরু করেছেন, গত দেড় মাসে কেজরিওয়াল সরকারের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছে। কিন্তু যে দেশের জনপ্রতিনিধিদের 'স্ক্যাম' ন্যূনতম হাজার কোটি টাকার মধ্যে থাকে, তাদের সঙ্গে অরবিন্দদের কি কোনও তুলনা চলে। সারা দেশে শুধুমাত্র টাকার জন্য এক দলের সদস্য যখন অনায়াসে অন্যদলের প্রার্থীকে ভোট দেন, তারাই আবার জনসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন বলে দাবি করেন।

দিল্লির কংগ্রেস এবং বিজেপি-উভয় দলের সদস্যেরাই জানেন, জনলোকপাল বিল পাশ হলে বিপদে পড়বেন সবাই। যদি সত্যি সত্যিই এই বিল কার্যকর করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অনেকের জায়গা হবে কারাগারে। তাই তারা কখনই চাইবেন না, এই বিল পাশ হোক। কিন্তু কেজরিওয়াল ও তাঁর দল তো এই ব্যাপারে মানুষের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ভুলে যান সেই চিরন্তন সত্য কথা, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। স্যার আইজ্যাক নিউটনের থার্ড ল সবসময় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি রোধ করতে যুগে যুগে আবির্ভূত হন শ্রীকৃষ্ণ - এটাই বাস্তব। এবারেও দেশে সেই শক্তিরই উদ্ভব হয়েছে, যার থেকে কোনও অসাধু ব্যক্তি রেহাই পাবেন না।

পাঠকের কলমে

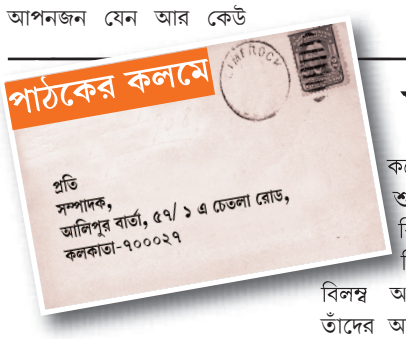

প্রতি
সম্পাদক,
আলিপুর বার্তা, ৫৭/ ১ এ চেতলা রোড,
কলকাতা-৭০০০২৭

সভ্যদেশে মৃত্যুদণ্ড থাকা কি বাঞ্ছনীয়!

সম্প্রতি দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছেন।

১৫ জন ফাঁসির আসামিকে মৃত্যুদণ্ড মকুব করে শাস্তি বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারকদের যুক্তি হল, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করেছিলেন কিন্তু মামলাটি শুনানির জন্য অহেতুক বিলম্বিত হচ্ছিল। বিচারকদের মতে এই বিলম্ব অমানবিক। সাজাপ্রাপ্তরা তাঁদের আবেদন মঞ্জুর হল কিনা উৎকণ্ঠায় রাতের পর রাত বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছে। এই অবস্থায় দুশ্চিন্তায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মতে এই বিলম্ব অহেতুক, এই বিলম্বের কারণে মানসিকভাবে অনেকের মতেই মগজে বৈকল্য দেখা দিতে পারে। বিচারকরা আরও জানিয়েছেন, অপারাধীদের মানসিক অসুস্থতার জন্য অনেক সময়েই তাদের ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে ভীষণভাবে কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়। তাদের মতে, আইনকানুন যাই থাকুক না কেন কোনও ঘটনাকেই হেলাফেলা না করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। এইক্ষণে সারা ভারতে অন্তত ৪০০ জন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামি মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় দিন গুণছেন। তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল থাকবে কিনা তা মানবিক কারণে বিবেচনা করা হবে দেখা প্রয়োজন।

সারা বিশ্বেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড আর প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। অনেকের মতেই অমানবিক সাজা কোনও সভ্য দেশেই আর না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য এর বিপক্ষেও অনেকে বলছেন। এই প্রতিবেদকের মতে মানুষকে হত্যা করার অধিকার কোনও রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত নয়।

সুনীল ঘোষ
কলকাতা - ৪২

রাজ্য রাজনীতি

লক্ষণ ছিলেন শিট, হয়ে গিয়েছেন শেঠ

পূর্ব মেদিনীপুরের একদা সম্রাট সিপিআই(এম)-এর লক্ষণের আদি পদবি ছিল 'শিট'। পরে তা কি করে 'শেঠ' হয়ে গেল, তা নিয়ে কোনও কোনও জোর আলোচনা চলছে। কারণ, শেঠ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই প্রতাপ বাড়তে থাকে একালের লক্ষণের। হলদিয়ার সেই প্রতাপশালী নেতা যে একেবারে ফুরিয়ে বা হারিয়ে যাননি তারই পরিচয় দিতে দলীয় নেতৃত্বকে হেনস্থা করার কৌশল ঠিক করা হয়েছিল কলকাতায়।

এই রিপোর্ট দিয়েছেন বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক প্রশান্ত প্রধান। ওই রিপোর্টে তিনি লিখেছেন, প্রাক্তন সাংসদ লক্ষণ শেঠের বাড়িতে বসে এই চক্রান্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে জেলা সিপিআই(এম)। খবরে প্রকাশ, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য দফতর থেকে প্রশান্তকে জানান হয়েছিল, লক্ষণ শেঠের বিরুদ্ধে গঠিত কমিশনের কাজে জেলা নেতৃত্বকে সহযোগিতা করার জন্য। সেই দিনই লক্ষণের কলকাতার ফ্ল্যাটে বসেন ২৬ জন জেলা নেতা। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচ সদস্য-তমালিকা পাণ্ডা শেঠ, অমিয় সাহা, প্রণব দাস, প্রশান্ত পাত্র এবং শক্তি বেরা ওই গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়, কমিশনের সদস্যরা জেলায় গেলে তাদের আটকাতে হবে। গত সোমবার দলের সদস্যপদ ছাড়তে চেয়েছেন লক্ষণ। সিপিআই(এম)-এর তরফে এক বিবৃতিতে জানান হয়েছে, দলীয় নেতাদের হেনস্থার ঘটনায় কিছু বহিরাগত জড়িত ছিল। এছাড়াও বলা হয়েছে, দলের কমিশনের সদস্যদের হেনস্থা করার জন্য পার্টি সদস্যদের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য জেলা পার্টি নেতৃত্ব, সদস্য ও কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

শিক্ষকদের ব্রিজ কোর্স বাতিল: জড়িত সিপিআই (এম)

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে প্রথমিক শিক্ষকদের ব্রিজ কোর্সের পরীক্ষা বাতিল করে দেন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। খবরে প্রকাশ, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সিবিআই (এম) প্রভাবিত প্রাথমিক শিক্ষকদের সমিতির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং উত্তরপত্র বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, দু'বছরের ডিএল (ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন)-এর বাংলা ও ইংরেজি-দুটি পরীক্ষাই বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে কর্মরত প্রাতমিক শিক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া এবং অন্যান্য সুবিধে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কেন্দ্রগুলি অর্থ আদায় করছে। বুধবার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ আসতে থাকে।

বিশ্বস্ত সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সংগঠন আছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই বললেন চলে। প্রায় পুরোটাই কবজা করে রেখেছে সি.পি.আই(এম)। ঘটনাচক্রে 'পেপার সেটার'-ও নাকি তাদের অনুগতজন। তাই প্রশ্নপত্রের আগাম হদিশ পেতে তাদের কোনও সমস্যা হয়নি।

মূলত অভিযোগগুলি এসেছে বীরভূম, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ থেকে। আগামী শনিবার গণিতের পরীক্ষা।

তা নিয়ে কোনও সন্দেহ দেখা দিলে সেই পরীক্ষাও বাতিল হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এই কি শ্রদ্ধার ছিরি !

১৭ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছিলেন যুগনায়িকা সুচিত্রা সেন, সেইদিনই কেওড়াতলা মহাশশ্মানে দাহ করা হয় তাঁকে। কিন্তু একমাস পার হয়ে গেলেও তাঁর চিতার স্থল থেকে সরানো হয়নি মৃতদেহ পোড়ানোর কাঠ, বাঁশ। এমন কি সেখানেই পড়ে আছে চিতাভস্মের জল ঢেলে দেওয়া হাঁড়ি। *ছবি: অভিমন্যু দাস*

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এ-রাজ্য পিছিয়ে আছে: অমর্ত্য সেন

স্বাস্থ্যে কেরল এবং হিমাচলপ্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। বুধবার এশিয়ার নিরিখে ভারতের স্বাস্থ্যকে 'সুস্থ' করা বিষয় এক কর্মশালার শেষে এ তথ্য জানান নোবেলজয়ী

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। কেরলের এক মুদির দোকানে ওষুধ কিনতে গেলে ক্রেতাকে প্রশ্ন করা হতেই পারে সেই ওষুধটিতে ক্রেতার কোনও 'অ্যালার্জি' আছে কিনা। কেরালায় গিয়ে তিনি নিজে এধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা দেশের আর কোনও রাজ্যে নেই। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও কোনও বিষয়ে খুবই সচেতন। তার মধ্যে অন্যতম হল, পরিবার পরিকল্পনা। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে এই রাজ্যের মানুষের আরও অনেক বেশি সচেতনতার প্রয়োজন। শ্রী সেন আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন এক নতুন সরকার এসেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক করার দায়িত্ব শুধু এই সরকারের নয়। আগের স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক করার দায়িত্ব শুধু এই সরকারের নয়। আগের সরকারের সব কাজ আশানুরূপ হয়নি। পক্ষান্তরে বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পর্কে নিবিড়ভাবে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি।■*নারদ গায়েন*

অনুব্রতকে ডাকতে পারে সিট

বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে বেজায় সমস্যায় পড়ছে সাগর ঘোষ খুনের মামলায় তদন্ত করার জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল। কারণ, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তাঁকে প্রকাশ্য সভায় ক্লিনচিট দিয়েছেন। এই

খুনের মামলায় অনুব্রত মণ্ডল ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে সূত্রের খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃত পাঁচ জনের বিরুদ্ধে সরাসরি এই ঘটনায় জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অন্যতম অভিযুক্ত ভগীরথ ঘোষ ও সুব্রত রায় এখনও অধরা। তাই তদন্তকারী দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও জেলা পরিষদেরর সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীকে এই খুনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কলকাতা পুরসভার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে ডাক্তারবাগান অঞ্চলে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুব্রত বক্সী ও স্থানীয় পৌরমাতা সোমা চক্রবর্তী। *ছবি: এ দাস*

শিক্ষিকার মৃত্যুতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার সকাল ১১টায় মগরাহাট ভরতের মোড়ে ভ্যান থেকে নেমে পাঁচজন শিক্ষিকা যখন স্কুলের দিকে এগোচ্ছিলেন তখন বারাসত থেকে মগরাহাটগামী একটি বাস এসে করবী মণ্ডল নামক কড়ামনুয়া হাইস্কুলের এক শিক্ষিকাকে ধাক্কা মারে। রক্তাপ্লুত হয়ে লুটিয়ে পড়া শিক্ষিকাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সোনারপুরের বাসিন্দা ওই শিক্ষিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মগরাহাট-বারাসত সড়ক অবরোধ করে।

বৃদ্ধাশ্রম

বৃদ্ধাদের শেষ জীবনে শান্তিতে থাকার ঠিকানা - কোদালিয়া প্রতীক্ষা বৃদ্ধাবাস

যোগাযোগ - ৯৭৪৮১২৫৭০০

পারুল প্রকাশনীর অশ্বমেধের ঘোড়া এখন আপামর বাঙালির গর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে খায় চিনি, তাকে জোগান চিন্তামণি। এই আপ্তবাক্য যে কেউ প্রত্যক্ষ করতে

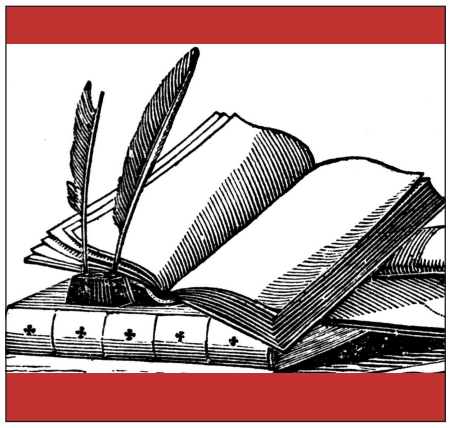

পারবেন কলেজ স্ট্রিটের ৮/৩, চিন্তামণি দাস লেনে গেলে। এটাই একালের অন্যতম সফল প্রকাশনা সংস্থা পারুল প্রকাশনীর সদর দফতর। দোতলায় বসেন সংস্থার কর্ণধার গৌরদাস সাহা। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় চোখে পড়ল বিচিত্র এক ছবি। হতদরিদ্র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অবলীলায় দরজা ঠেলে ঢুকছেন গৌরবাবুর ঘরে। সোজা তাঁর সামনে দাঁড়ানো মাত্র গৌরবাবু তাঁর পাশে রাখা কাচের জার থেকে বের করে দিচ্ছেন অত্যন্ত দামী বিস্কুট। কখনও কখনও একেবারে ছোট বাচ্চাদের নিজের টেবিলে রাখা কাঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছেন সেই প্যাকেট। চোখে মুখে একরাশ আনন্দ নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। শোনা গেল, ওই হতদরিদ্র শিশুদের জন্য রোজ নাকি এরকম খাবার বরাদ্দ থাকে।

একসময় বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার আগরতলায় এসেছিলেন গৌরদাস সাহা এবং তাঁদের পরিবার। ১৯৭৮-৭৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আগরতলার একটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। শুরুতেই উপলব্ধি করেন জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার মতো উপযুক্ত বই বা সহায়ক বই সে রাজ্যে নেই। তখন তিনি তাঁর সহকর্মী শিক্ষক রঞ্জিত ভট্টাচার্যকে দিয়ে লেখালেন, জীবন বিজ্ঞান সহায়িকা নামে একটি বই। প্রকাশনার জগতে এভাবেই প্রবেশ গৌরদাসবাবুর। '৮১ সালের মে মাসে সেই যাত্রা শুরু করে আজ তাঁর প্রকাশনা সংস্থা পৌঁছে গিয়েছে উচ্চতার শিখরে। ভোলেননি নিজের গর্ভধারিণী মায়ের কথা। তাঁরই নামে সংস্থার নাম রেখেছেন পারুল প্রকাশনী।

সব ধরনের বই ছাপা হয় এখানে। ইতিমধ্যেই শিশুদের উপযোগী প্রায় সাতশ বই (ফোর কালারে) অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত সাধারণ পাঠ্য বই, তার সহায়িকা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যথা- এসএসসি, টেট, প্রাইমারি, এসএসসি প্রাইমারী, ব্যাঙ্কের পরীক্ষা, ডবলু বিসিএস, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা, ত্রিপুরার জন্য টিপিএসসি, টিসিএস প্রভৃতি পরীক্ষার উপযোগী বই এই প্রকাশনায় পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার আগরতলায় কেটেছে তাঁর যৌবন। তাই গৌরবাবু মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তাঁর শেকড়কেও। প্রকাশ করেছেন, বিলুপ্তপ্রায় ত্রিপুরার রাজমালা, রাজরত্নাকরম ও সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস। এমনকী ত্রিপুরার নিকটবর্তী শিলচরের অনেক প্রাচীন বিষয়বস্তু সম্বলিত বই প্রকাশিত হয়েছে পারুল প্রকাশনী থেকে। গত ২০০৩ সাল থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রকাশনা ব্যবসা। 'টেক্সট', 'নন-টেক্সট'- দু'ধরনের বইয়ের ক্ষেত্রেই তিনি সমানভাবে প্রাধান্য দিয়ে

গৌরদাস সাহা। ছবি ঃ অভিমন্যু দাস

চলেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত প্রথম সন্দেশ (যা স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের কাছেও ছিল না) প্রকাশ করে তিনি কলেজ স্ট্রিটে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় এই অমূল্য হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, অদ্রীশ বর্ধন, ড. উজ্জ্বল মজুমদার, ড. সন্তোষ কুমার ঘড়ুই, অমিত ভট্টাচার্য সম্পাদিত (শ্রী বিশ্বনারায়ণ প্রণীত সূর্যচৈতন্য) বিভিন্ন বই আজ এই প্রকাশনা সংস্থাকে পৌঁছে দিয়েছে দেশ-বিদেশের অগণিত বাঙালির কাছে। শুধু ত্রিপুরা নয়, গৌরদাসবাবু প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবাংলার প্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টি রাজতরঙ্গিণীর বাংলা অনুবাদ।

পারুল প্রকাশনী আজ বাংলা সাহিত্য জগতে অতি সুপরিচিত এক নাম। তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়ার পথ আটকে দাঁড়ানোর সাহস বোধহয় কারোর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা

হরিনাভি

আমরা কি করেছি

- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন।
- বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি প্রত্যহ জঞ্জাল অপসারণ।
- উন্নত রাস্তাঘাট নির্মাণ।
- আর্সেনিক-মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ।
- বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের জন্য একাধিক পাম্প বসানো।
- উন্নত নিকাশী ব্যবস্থা ও ড্রেন নির্মাণ।
- গরীব মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ।
- ময়লা পোতা-র সংস্কার।
- রাজপুর শবদাহ ঘাটে নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লি।
- ভূঁড়ি পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন।
- কামালগাজীতে ভূগর্ভস্থ নালা নির্মাণ।
- মহামায়াতলাতে অডিটোরিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মাণ।
- প্রতি ওয়ার্ডে পার্ক উদ্বোধন।
- ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, জঙ্গল ও খানা পরিষ্কার।

আমাদের মন্ত্র - সততা, স্বচ্ছতা, উন্নয়নের দ্রুততা, আচরণে নম্রতা এবং আদর্শে মমতা।

ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য
পৌরপ্রধান
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা

নগরায়ণের শতাব্দীতে গরিব মানুষদের বঞ্চিত করা চলবে না: তাপস চ্যাটার্জি

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

রাজারহাট-গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তাপস চ্যাটার্জির অবস্থা অনেকটা মহাভারতের অভিমন্যুর মতো। তফাৎটা হল, মহাভারতের অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢোকার পর জানতেন, বেরোনোর পথ জানতেন না। কিন্তু একালের অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢোকা এবং বেরোনোর পথ দুটোই জানেন। তবে একথাও সত্যি, মার্কসবাদী মানসিকতায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাপস চ্যাটার্জির বক্তব্য খুব পরিষ্কার, মার্কসবাদীদের চলার রাস্তা কবে মসৃণ ছিল ? তা সত্ত্বেও সারা বাংলার মানুষ জানেন, এই পুরসভার কাজ চলছে অবিরাম। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাপসবাবুর মতে, এই শতাব্দী হল নগরায়ণের। কিন্তু নগরায়ণ নিশ্চয়ই গরিব মানুষদের উন্নতি ব্যতিরেকে হতে পারে না। তাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে বস্তি এবং পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নতি করা।

রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা নিজেদের দায়িত্বে দুটো হাসপাতাল চালায়। বলাবাহুল্য, এরজন্য রোগীদের যৎসামান্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। স্থানীয় গরিব মানুষেরা চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করলেই পুরসভা কাউকে বঞ্চিত করে না। এলাকার বাসিন্দারা কেউ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চাইলে তাদেরও আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়।

তাপসবাবু জানেন, শিক্ষার যত বিস্তার ঘটবে ততই মানুষের চেতনা বাড়বে। তাই এলাকার দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে টেস্ট পেপার বিতরণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকায় থাকে। এমনকি অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে পুরসভা ল্যাপটপ দিয়েছে।

খেলোধূলার বিকাশের জন্য এই পুরসভার তৎপরতা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। নারায়ণতলা পশ্চিমে সেই সুবাদে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম।

একসময় এই পুরসভার অনেকটা জায়গা ছিল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। কিন্তু নগরায়ণের সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক 'ড্রেনেজ' ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক বিরোধিতার ফলে এই কাজে নানানভাবে বাধা আসছে। যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্যা রয়েছে পাশের নিউটাউন পুরসভা নিয়েও। বর্ষার সময় সেখানকার জল প্লাবিত করে রাজারহাট-গোপালপুর অঞ্চলকে। তবে সুখের কথা, উন্নয়নের কাজে স্থানীয় পুরসভার সব দলের পুরপ্রতিনিধিরা এক হয়ে যান, তাপসবাবুর ভাষায়, তারা সবাই আমাদের 'কলিগ'। পুরসভা নিজেদের তত্ত্বাবধানে তিনটি বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সব ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে পড়াশোনা করেন।

রাজনীতিগতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকারকে তাপসবাবুরা ফ্যাসিবাদী ছাড়া অন্য আর কিছু মনে করেন না। তিনি কোনও রাখঢাক না করেই বললেন, স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতেও যথাযথ মর্যাদা পাই না। আর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাব, সে তো রয়েছেই। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, দমদম বিমানবন্দরের বাড়তি এলাকা সংযোজনার কাজকে তরান্বিত করতে হবে। সেই কাজে কিন্তু তারা সর্বোতভাবে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

রাজনীতির কথা বলার সময় কিছুটা ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন চেয়ারম্যান। তাঁর ভাষায়, ভারতের শ্রমজীবী মানুষের উত্তরণ না ঘটলে কোনও পরিবর্তনই আনা সম্ভব নয়। তিনি অকপটে বলেন, সরকার চালানোর ক্ষেত্রে হয়ত আমাদেরও কিছুত্রুটি ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছি। মাত্র ১৬ লক্ষ মানুষ কম সমর্থন দেওয়ায় আমরা পরাজিত হয়েছি। তিনি আরও বলেন, সরকারিভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান করব, এ-কথা স্বপ্নে ও ভাবতে পারি না।

কাজ আর কাজ। একসময় ন্যূনতম পিচের সংস্পর্শ না রাখা জায়গায় পাকা রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার পর মনে হয়েছে তিনি অনেক বড় কাজ করে দিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝতে পেরেছেন, আরও অনেক বেশি কাজ মানুষের উন্নতির জন্য করতে হবে। কারণ, দিন যত এগোচ্ছে মানুষের চাহিদাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে আত্মসমালোচনাও করতে হবে সুস্পষ্টভাবে।

তাপসবাবু মনে করেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক সচেতনতার সন্ধান দিতে পারেননি। হয়ত সেই জন্যই কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তবে মানুষই শেষ কথা বলবে, এ তত্ত্বে গভীর বিশ্বাস আছে তাঁর। গান্ধীবাদকেও তিনি কোনওদিন ভুল করেও অসম্মান করেননি। তবে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বললেন, সমাজতন্ত্রের পথে চলার কথা সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

তিনি যত এগোচ্ছেন, মানুষের তাঁর প্রতি আস্থা এবং ভরসা বাড়ছে। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চাপ। কিন্তু ক্ষমতার তো সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

তার মধ্যেই হাসিমুখে সবকিছু সামাল দিচ্ছেন মানসিকভাবে চির তরুণ তাপস চ্যাটার্জি। তিনি জানেন, তারুণ্যই তাঁকে সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

পৌরপ্রধান তাপস চ্যাটার্জি। ছবিঃ অভিমন্যু দাস

তক্ষক পাচারকারিরা সাবধান !

ধরা পড়লে সাত বছরের জেল ও পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সম্প্রতি এই রাজ্যে বিলুপ্ত প্রজাতির তক্ষক নিয়ে চোরাকারবারীরা সক্রি হয়ে ওঠায় বন দফতর নড়ে চড়ে বসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপীতে তক্ষকসহ বেশ কয়েক জনকে মাস চারেক আগে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে জেলা বন দফতর তক্ষকটিকে উদ্ধার করে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কেস রুজু করে। অভিযুক্তরা ৯০ দিন জেল খেটে এখন জামিনে মুক্ত আছে। তবে কেস চলছে। একথা জানালেন জেলা বনাধিকারিক লিপিকা রায়। তিনি তক্ষক সম্পর্কে আরোও বলেন, এটি একটি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকাতেও কখনও কখনও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এই তক্ষক এখন বিলুপ্তির পথে। জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ আইন-২০০০-এর আওতায় যে কোনও বন্যপ্রাণীকে হত্যা ও পাচার করা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তক্ষক নিয়ে সম্প্রতি দেশ জুড়ে পাচারকারীদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় বন্য প্রাণ আইনের 'শিডিউল-৪'-এ আনা হয়েছে তক্ষককে। মূলত বার্মা হয়ে তক্ষক পাচার হয় চীন দেশে।

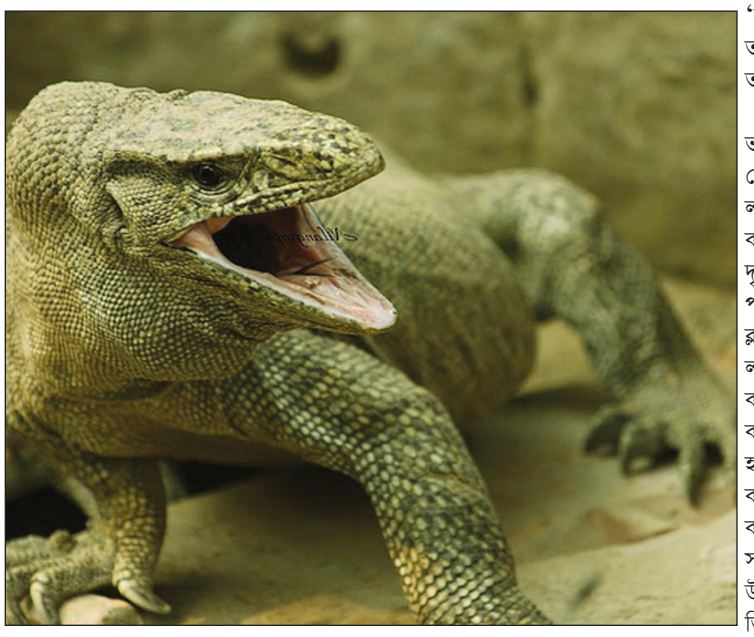

টিকটিকির মতো দেখতে ভারী ওজন ও দৈর্ঘ্যে বড় হলে চোরা বাজারে একটি তক্ষক ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। জেলা বনাধিকারিক লিপিকা রায় দৃড়তার সঙ্গে বলেন, তক্ষক পাচার রুখতে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সচেতনতা মূলক পোস্টার লাগিয়েছি। গত ১৫ নভেম্বর বন্য প্রাণ দিবসে বারুইপুর এবং বকখালিতে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানও হয়েছে। তবে জেলা বনাধিকারিক স্বীকার করেন বন্যপ্রাণ রক্ষায় আরও সচেতনতা এবং সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তবে তক্ষক পাচারকারীরা সাবধান। পাচারকারীরা ধরা পড়লে আইন করা হয়েছে তার ৭ বছরের জেল ২৫ হাজার টাকার জরিমানা অবশ্যম্ভাবী।

সুন্দরবন আর আশ্রয় দেয় না পরিযায়ী পাখিদের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: গত দু'দশক থেকেই সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখির দল আসা কমে গিয়েছে। ১৯৯০-এর আগেও সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে উইজিয়ন, গোল্ডেন পেলিক্যান, পিনটেইল কারলিও, জায়েন্ট হেরন বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা আসত সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। স্থানীয় মানুষ এদের নাম দিয়েছিল শামুকখোল, কুচে বক, সারস।

এর সঙ্গে স্থানীয় পানকৌড়ি, বুলবুল, কাস্তে চূড়া, কাক ঠোকরাদের মেলা বসে যেত সজনেখালি, লোথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ, কুমির মারি, সারজেলিয়া, বাসন্তী অঞ্চলে। পাকিস্তান, আন্দামান, থাইল্যান্ড থেকে সরাল, ভূতি, মেটে হাঁস, গাং চিল, কাদা খোচা, শামুক খোল এরা অক্টোবর-নভেম্বর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চলে এসে ফিরে যেত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। কিন্তু সম্প্রতি উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলস্তর ৩.১৪ মিলিলিটার বেড়েছে।

এটি পুরোপুরি লবণাক্ত জল। লবণাক্ত জলের পরিমাণ বাড়ায় সুন্দরবনে মানগ্রোভ বনাঞ্চলে পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

ফলে পাখিদের খাদ্য ছিল যেসব সামুদ্রিক অণু জীব, তাদেরও বিলুপ্তি ঘটছে। পাখি বিশেষজ্ঞ সমীর সেন জানালেন, ১৯৮৫ সালে এক বিজ্ঞানী বনদফতরের বিনা অনুমতিতে গাছ থেকে পাখিদের ডিম পেড়ে তা ফুটিয়ে বাচ্চা বেরোলে আংটি লাগিয়ে ছেড়ে দিতেন।

এভাবে বহু ডিম নষ্ট হয়ে যেত।

তার ওপর অজস্র চোরা শিকারীদের তাণ্ডব চলত পাখি শিকারে। নদীগুলিতে ভাটার সময় চরে কীটনাশক মাখানো মাছ ও শামুকের খোল ছড়িয়ে রাখা হত। পরিযায়ী পাখিদের মৃত্যু হত এই বিষাক্ত খাবার খেয়ে।

তার ফলে ধীরে ধীরে পরিযায়ী পাখি আসা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে সুন্দরবনে। তবে হেড়োভাঙা নদী থেকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে পূর্বাশা দ্বীপে এখনও নির্বিঘ্নে এসে আশ্রয় নিচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা।

ধর্ম

পুরীতে নবকলেবর উপলক্ষে চলছে সাজ সাজ রব

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়: ২০১৫ সালে নবকলেবর। এই নিয়ে পুরীতে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট নতুন করে তৈরি হচ্ছে। আশেপাশে যেখানে রেলের সিঙ্গল লাইন ছিল, ডবল করা হচ্ছে। হোটেলগুলিও নতুন করে সাজতে শুরু হচ্ছে। অনেক জায়গায় নতুন করে হোটেল তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার প্রায় ১৯ বছর পরে হবে জগন্নাথদেবের নবকলেবর। অর্থাৎ বর্তমানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার যে মূর্তি আছে তা সমাধিস্থ করে সেই জায়গায় নতুন মূর্তি বসবে। নবকলেবরে আবার আবির্ভূত হবেন প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম।

এবছর আগামী অক্ষয় তৃতীয় থেকে শুরু হয়ে যাবে সার্বিক তোড়জোড়। পুরী থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে হতে দিয়ে পড়ে থাকবেন পাঁচজন দইতা পতি। তাঁরা পণ করে থাকবেন, যতক্ষণ না 'মা' বলে দেন, কোথায় আছে এই তিন দেবতার জন্য মূর্তি তৈরির নিমকাঠ, অথচ সেখান থেকে বেরোবে চন্দনের সুগন্ধ। অনেক শর্ত আছে এই নিমকাঠ খুঁজে বের করার। যে গাছে এই কাঠ থাকে সেই জায়গাটি পাখি কখনই

অপবিত্র করবে না।

সেই গাছ পাহারা দেবে বিষধর নাগ। আঁকা থাকবে সুদর্শন চক্র। এক গাছেই তিনটি বিগ্রহের কাঠ পাওয়া যাবে, তার কোনও মানে নেই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই কাঠ থাকতে পারে। তবে প্রতিটি কাঠেই আঁকা থাকবে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন।

মা মঙ্গলাচণ্ডী স্বপ্নাদেশ দেওয়ার পর কারিগরদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূর্তি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। কথিত আছে, যে ব্রাহ্মণকে মা এই স্বপ্নাদেশ দেবেন, স্বল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। তাই তাঁর পরিবারের ভরণপোষনের জন্য বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

যে বছর আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা হয় সেই মাসকে মলমাস বলা হয়। এই মলমাসের দ্বিতীয় অমাবস্যার দিন নিশুতি রাতে বর্তমানের তিনটি দেবমূর্তিকে মশানে আনা হয়। একই সঙ্গে আনা হয় নতুন মূর্তিগুলি। যে দইতাপতিকে মা মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নাদেশ দেন তিনি সাতপুরু করে চোখে কাপড় বেঁধে নতুন মূর্তিতে পুরনো মূর্তি থেকে প্রাণ বের করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেন। এরপর পুরনো তিনটি দেবমূর্তিকে নির্দিষ্ট মশানে সমাধিস্থ করা হয়। উল্লেখ্য বিষয় হল, আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈব ঘটনা ঘটে থাকে। পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, আগামী বছর নবকলেবর উপলক্ষে প্রায় দু'লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। তারই সার্বিক প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অর্থনীতি

ভারসাম্যের বাজেট পেশ করলেন চিদম্বরম

অনিমেষ সাহা

অন্তর্বর্তী বাজেটে সেরকম কোনও আশা কারোরই ছিল না। তবে অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম কিন্তু ভারসাম্যের পথেই চললেন। একদিকে উৎপাদন শুল্ক কমানোর পাশাপাশি শিক্ষাঋণে ছাড় যে ভোট এবং বাজার অর্থনীতির মেলবন্ধনের চেষ্টা করলেন সেটা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না। চলতি বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৪.৯ শতাংশ এবং আয়-ব্যয়ের ঘাটতি ৪.৬ শতাংশে পৌঁছাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন জাতীয় অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ইউপিএ সরকারের আমলটার বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে আর্থিক মন্দার মধ্য দিয়ে। তাই কম আর্থিক বৃদ্ধির হার এবং দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যাওয়া ও আমদানি-রফতানির ঘাটতি রমরমা বার বার ভুগিয়েছে অর্থমন্ত্রীকে। তাই এই সরকারের শেষ বাজেট ছিল তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যেমন ছোট গাড়ি ও এসইউভিতে দুই শতাংশ (এক্সাইজ ডিউটি) শুল্ক ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি মূলধনি দ্রব্যের (ক্যাপিটাল গুডস) ক্ষেত্রে দুই শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়ায় বাণিজ্য ক্ষেত্রের

> **বুঝিয়ে দিলেন জাতীয় অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।**

এক নতুন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েকবছর ধরেই গাড়ি শিল্পে মন্দা চলে আসছে। তাই গাড়ি বিক্রি বাড়াতে এই নয়া দাওয়াই অবশ্যই কাজে দেবে। কারণ, এই গাড়ির দাম তাতে অনেকটাই কমবে।

আবার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাঋণ নিয়ে থাকেন তাদের মন জয় করতে ২০০৯-এর মার্চের আগে নেওয়া শিক্ষাঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারে ভর্তুকি দেওয়া হবে। যাতে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন।

কর ক্ষেত্রে তেমন কোনও পরিবর্তনের কথা এই বাজেটে করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন নতুন সরকার এসেই এই কর কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসুক। তাই সেক্ষেত্রে আগের অবস্থাই বহাল থাকবে।

সেনাবাহিনীর মন পেতে তাদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন নীতি' চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এর অর্থ হল একই পদ থেকে বিভিন্ন সময়ে যারা অবসর নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে পেনশনের অর্থ একই হবে। বহু অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীরা এর জন্য আবেদন করে আসছিলেন। সেনাদের জন্য সে আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। চলতি বর্ষে বর্ষার পরিমাণ ভাল হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। তাই মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করছেন। ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে কৃষকরা যদি আরও সুবিধা পায় তবে আগামী দিনে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার আরও বাড়বে।

২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সব ডাকঘরে কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে বলেন, ৪৯০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ডাকঘরের আধুনিকিকরণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে কোর ব্যাঙ্কিং, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

তাছাড়া দেশবাসীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রটিকে আরও সুরক্ষিত করতে শেয়ার, বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ড সব ক্ষেত্রকেই একটি ডিম্যাটের মধ্যে রাখা হবে।

আমদানি-রফতানির ঘাটতি এতদিন ছিল সরকারের মাথা ব্যাথার কারণ। তাই সোনা-রূপার আমদানিতে কর বাড়ানো হয়েছিল। তবে অন্তর্বর্তী বাজেটে সেই কর পরিবর্তনের কথা তিনি বলেননি। আগামী দিনে এই ঘাটতি অনেকটাই কমে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। যা একসময় ছিল ৮৮ বিলিয়ন ডলার।

সামগ্রিকভাবে শিল্পমহল এই বাজেটকে ভোট এবং বাজার অর্থনীতির ভারসাম্যের বাজেট বলে মনে করছেন। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স-এর তরফ থেকে এই বাজেট সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। তাদের মতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় ছাড়া সেভাবে কোনও প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি এই বাজেট। তবে ভোট পরবর্তিকালে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ না হওয়া পর্যন্ত আগামী দিনের জাতীয় অর্থনীতির সঠিক দিশা পাওয়া যাবে না।

সিনেমা-টিনেমা

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর

শুনেছি, এই ছবি করার সময় তিনি সেখানে একটা ট্রান্সের মধ্যে থাকতেন এবং মহাপ্রভুকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা করতেন।

পাহাড়ী স্যান্যাল সুচিত্রা সেনকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন আমাদের বাড়িতে এসে পাহাড়ীবাবু বললেন, স্যার (অনেকেই বাবাকে ওই নামে সম্বোধন করতেন) বিষ্ণুপ্রিযার চরিত্রে জন্য আপনার সঙ্গে একজনের পরিচয় করয়িে দিতে চাই। আগে থেকে অ্যাপয়ন্টমেন্ট না-কার থাকলে বাবার সঙ্গে দেখা কার জন্য কাউকে দোতলায় উঠতে দেয়া হ ত না। পাহাড়ীবাবুর তো আগে থেকেই সময় নেওয়া ছিল। দেখলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বাবার সঙ্গে কথা বলে বাহাড়ীবাবু ও ওই ভদ্রমহিলা বেড়িয়ে গেলেন। কাউকে অর্থাৎ বাবার কোনও সহকারিকে কিন্তু তখন ডাকা হয়নি। পরে জানতে পারলাম, মিসেসসেনকে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

জাগতিনক নিয়মেই, স্বামীত্রী দু'জন দু'জনকে ডেভলপ করেন। একে অন্যকে জগতের নানান বিষয়ে শেখান। এইভাবেই একজন আর একজনকেক গ্রহণ করেন। তাই মিসেস সেন প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে গেলেন সেদিন ভেবেছিলাম, এই ভদ্রমহিলা বাবার দর্শন অনুযায়ী কীভাবে মহাপ্রভুর স্ত্রী'র ভূমিকায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলবেন।

ছবি তৈরি হবার পর বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। সিকোয়েন্সগুলি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে ভাবছি, এও কি সম্ভব! অনেকদিন আগে দেওজিভাই নামে একজন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান বলেছিলেন, দেবকীবাবু শিল্পীদের সর্বনাশ করেছেন। ওঁর কথার গূঢ় অর্থ তখন বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন একথা বলেছেন? দেওজিভাই বললেন, তুমি রত্নদীপ ছবিটা দ্যাখো। অনুভা-কে বউরানির চরিত্রের গভীরে যেভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তা থেকে তিনি জীবনে বেরোতে পারবেন না। অনেককে বলতে শুনেছি, দেবকী বসু মন্ত্র পড়েন। তাই পরবর্তী সময়ে যখন মিসেস সেন মানুষের কাছে থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং তাঁকে জনসমক্ষে দেখা গেল না, তখন আমারও মনে হয়েছিল এই সর্বনাশটা বাবাই তাঁর 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবির সময় করেছিলেন। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবির শুটিং-এর সময় মিসেস সেন ফোন করতেন, তখনই বাবা তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, হ্যাঁ, বিষ্ণুপ্রিয়া। মনে হয় বারবার একইভাবে এই ধরনের সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর মনের গভীরে এক ব্যতিক্রমী মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে হয়েছিল। আবারও এও শুনেছি, মিসেস সেন নাকি ফ্লোরে শুটিং চলার সময় বাবার কাছে চড়, থাপ্পড়ও খেয়েছেন। ওই ছবি দেখার পর কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, মিসেস সেন নিজেও জানতে বা বুঝতে পারেননি তিনি কী করেছেন।

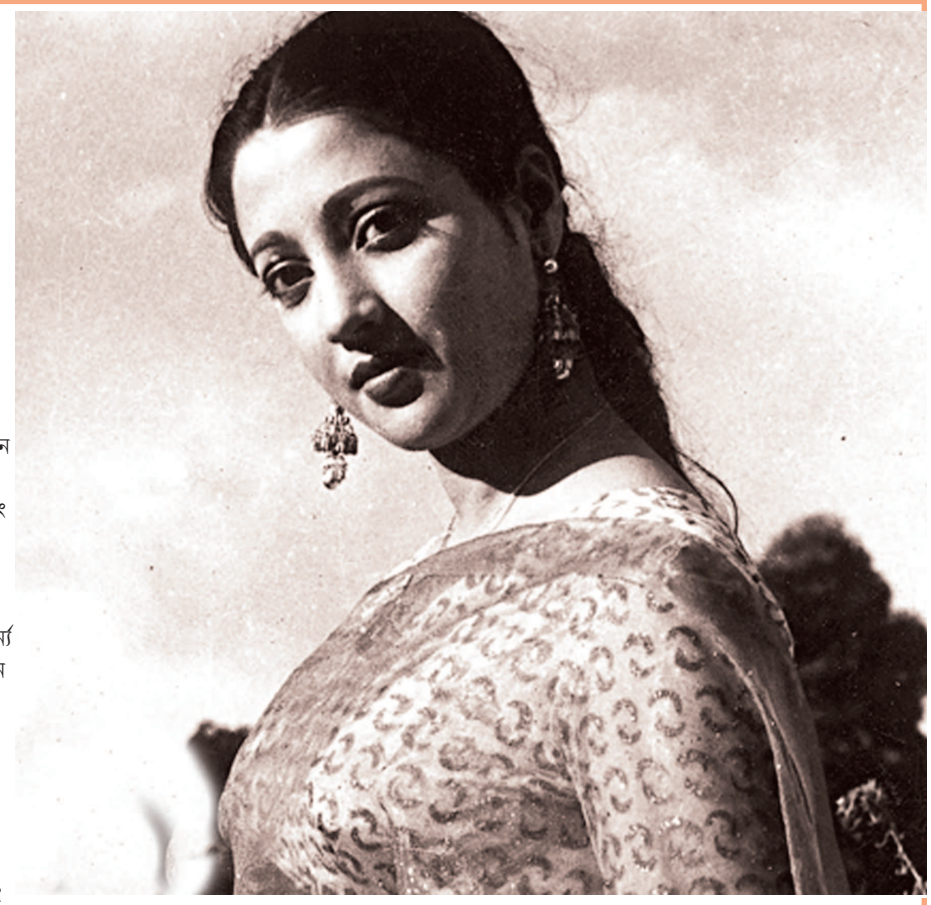

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তার কয়েকদিন আগে এই ছবিটা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার তরুণকান্তি ঘোষ সেই সময়ের বিখ্যাত চিত্র-সাংবাদিক এন.কে.জি.-কে সঙ্গে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, স্যার ওঁকে আর কোনও ছবিতে অভিনয় করতে দেবেন না, আসলে যে পদ্ধতিতে নবদ্বীপে গাছের তলায় বসে বাবা চৈতন্যদেবকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাঁকে মানস নেত্রে দর্শন করেছেন, ঠিক সেইভাবেই মিসেস সেনকে দেখার পরে বাবা তার আধারটা বুঝতে পেরেছিলেন।

এরপর আগামী সংখ্যায়

NEEPCO-POWERING NORTH EAST

- Generates more than 60% energy for NE
- Operates the largest hydro and thermal station in NE
- Provides electricity to 7 out on 10 houses in NE
- Employs more than 90% employees from NE
- Provides schooling, healthcare, drinking water, communication, environmental conservation and other community welfare facilities to local people

नीपको NEEPCO

ISO 9001&14001
OHSAS 18001

North Eastern Electric Power Corporation Ltd.

A Mini Ratna Schedule A corparation

(A Government of India Enterprise)

Brookland Compound: Lower New Colony: Shillong

Visit us at www.neepco.gov.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২২ ফেব্রুয়ারি - ১ মার্চ,২০১৪

মেষ: প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে মানুষের মনকে জয় করবার চেষ্টা করুন। শত্রুরা আঘাতের পর আঘাত এনে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অর্শ বা আমাশয় রোগে অনেকে কষ্ট পাবেন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে।

বৃষ: নিজের মনকে সংযত করে কাজে এগিয়ে যান, ভাল ফল পাবেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কারকতা বিদ্যমান। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শত্রুরা উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। লেখ্য পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ লক্ষিত হয়। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে শুভ হবে।

মিথুন: ভুলের বোঝা আপাতত বইতে হবে না। এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক সুযোগ আসবে। স্নেহ বা প্রেমপ্রীতির ক্ষেত্রে হতাশার নিরসন হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সাবধানে করবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে পারেন।

কর্কট: শুভ ও অশুভের মাঝখান দিয়ে চলতে হবে। যোগকারক গ্রহগুলির তৎপরতা থাকলেও এখনই ভাল ফল পাওয়া যাবে না। প্রোমোটারগণ সাবধানে থাকবেন। অর্থনৈতিক ক্ষতি ও বিপত্তি লক্ষিত হবে। সুনামের ক্ষেত্রকে নষ্ট করবার চেষ্টা করবে। ব্যবসায় ক্ষতি।

সিংহ: অনেক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থনৈতিক চাপের যে যোগ চলছে সেগুলি নষ্ট হবে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। কর্মে আশার আলো দেখা যায়। ব্যয় অতিমাত্রায় হওয়ায় চিন্তান্বিত হয়ে পড়বেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন।

কন্যা: নিজের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সাফল্যের পথে আশানুরূপ শুভ ফল পাওয়া যাবে না। কেনা-বেচার বিষয়ে অর্থক্ষতি হয়ে যেতে পাবে। নিম্নাঙ্গে পীড়াযোগ লক্ষিত হয়। বাত রোগীদের রোগ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বাধা আসবে।

তুলা: আলস্য বর্জন করতে না পারলে কিছুতেই সফল হবেন না। অত্যাধিক রাগ বা ক্রোধ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। টোকাটুকি করবেন না ক্ষতি হবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। ভ্রমণের ইচ্ছা বলবৎ হবে। ধর্মীয় বিষয়ে এগিয়ে চলুন, ভাল হবে।

বৃশ্চিক: মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসার চেষ্টা করলেও ভালবাসার লোককে টানতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে বেশ কিছু সুযোগ আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে এগিয়ে যেতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

ধনু: মনটা আগের থেকে বেশ কিছু চনমনে হয়ে উঠবে। উৎসাহের অভাব হবে না। যে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবেন না, লাভ অবশ্যই হবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। ব্যয়ের যোগ থাকবে। বাতের প্রভাব লক্ষিত হবে। স্নেহপ্রীতি লাভের যোগ আছে।

মকর: ভয় কিছু কিছু থাকলেও এগিয়ে যেতে পারবেন। ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবেন। মাতুলের সাহায্য পাওয়া সম্ভব। নাতিদূর ভ্রমণ হওয়া সম্ভব। বুদ্ধির কাজে জয় লাভ করবেন। ব্যবসায়ে অর্থনৈতিক লাভ হবে। কর্মে অশুভের আশঙ্কা।

কুম্ভ: শিক্ষায় চেষ্টা করলে ভাল ফল পাবেন। মনের দৃঢ়তার জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। দায়িত্বমূলক কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কর্মস্থলে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পেতে পারেন।

মীন: অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও অর্থ পাবেন। হাড়ের পীড়ায় বা কোমরের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ঠান্ডা লেগে শরীর খারাপ হলে অবশ্যই সতর্ক হবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। আত্মীয় বিরোধ ঘটতে পারে। চিন্তা করে কাজ করবেন।

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪, কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মাঙ্গলিকী

ত্রৈমাসিক তারুণ্যের ১০৮তম সংখ্যা

গ্রন্থ সন্ধানী: পত্রিকার ১০৮তম সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। এই সংখ্যায় শীর্ষ রচনার বিষয়বস্তু হল বাঙলা ভাষার দিনে দিনে অবক্ষয়ও বাঙলা সাহিত্য ভান্ডারের অবমাননা। প্রচ্ছদে দেবী সরস্বতীর পূজার রঙিন চিত্র - দেবীর মুখ কি মলিন? স্বাভাবিক - আজ বাঙলার, বাঙালির নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি ভীষণভাবে কলুষিত হচ্ছে, সুতরাং শিক্ষা, সংস্কৃতির দেবী কেমনভাবে ভাল থাকতে পারেন? এবারেও প্রচ্ছদ শিল্পী অমর লাহা। সম্পাদকীয়তে শীর্ষরচনার বিষয় বস্তুই আলোচিত হয়েছে। যা প্রকৃতই এক সুনিশ্চিত অণু নিবন্ধ। একই বিষয় নিয়ে মননশীল নিবন্ধ লিখেছেন বিনয় দত্ত, বেদমোহন ঘোষ, ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস ও সুনন্দা দত্ত। সুকুমার মণ্ডলের 'কমলা কান্তের বঙ্কিম দর্শন' রম্য রচনার আঙ্গিকে লেখা বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলে যাওয়ার কাহিনী। যা সমাপ্তিতে পৌঁছায় পাঠকের

অরূপরতন

হৃদয়ে বেদনার মীড় টেনে। শীর্ষ রচনার বিষয় বস্তু নিয়ে কবিতাগুলির মধ্যে স্বপন কর্মকারের কবিতা 'ভাষা সুরক্ষা প্রেক্ষিতে' উপাদেয়। এছাড়া বিবিধ রসের কবিতাগুচ্ছ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই সুখপাঠ্য। রয়েছে বই-পত্র-পত্রিকা আলোচনা (কিছু ভুলও আছে)। রয়েছে 'পাঠকের আয়নায়' তারুণ্য পত্রিকা ভাল লাগার কথা বিভিন্ন পাঠকের চিঠিতে। এই পর্যায়ে প্রকাশিত ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাসের ছড়াটি অসাধারণ। পত্রিকার প্রকাশনা সংস্থা তরুণ দল সংগঠনের নানান ক্রিয়াকর্মের সংবাদও রয়েছে পত্রিকায়। এবারে 'হাসতে মানা' কলমে প্রকাশিত সবকটি কৌতুককণাই 'রামগরুড়ের ছানা'র মুখেও হাসি ফোটাবেই ফোটাবে। রচনা ও সংকলনে সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

যোগাযোগ: ৯৯০৩৮৩৫৬১১

পশ্চিম পুটিয়ারি মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উপরোক্ত মাসিক সভাটি ১০ বছর ধরে নিয়মিতভাবে চলছে। বিদেশিসহ বাঙলার বহু গুণী কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী ও অন্যান্য শিল্পীরা এই মসিক সভায় যোগদান করে আসছেন। সম্প্রতি একটি সভায় ৪০ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করেন।

প্রথম পর্বে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করলেন সভার আহ্বায়ক সুকুমার মণ্ডল। দ্বিতীয় পর্বে সঞ্চালনায় এলেন সভার স্থায়ী সভাপতি ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। অতিথি নিপুণতার সঙ্গে দু'জনই সভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শোভা রায়। দরদী গান শুনিয়েছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতায় উজ্জ্বল ছিলেন শ্রাবন্তী রায়, নিতাই মৃধা, সীমা গুপ্ত, অনিমা বিশ্বাস, শান্তনু মিত্র, সুজিত দেবনাথ, প্রদীপ গুপ্ত, জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সুকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা 'তা বলে কি প্রেম দেবো না' ছিল সত্যিই দারুণ! দেবপ্রিয়দের রম্যরচনা ছিল বিয়ের কার্ডে, শ্রাদ্ধের কার্ডে দারুণ সবভুল নিয়ে - জমে গেল আসর! মধুসূদন করের গল্প 'কালাচাঁদ' ছিল অতি দরদী লেখা। এক ভয়াবহ প্লটকে কেন্দ্র করে গৌর দাসের গল্প প্রায় সবার মারাত্মক সমালোচনার মুখে পড়ে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করলেন দীপন সেনগুপ্ত। চিরকালের ছেলেবেলা থেকে অনির্বাণ রায়ের কবিতা শোনালেন পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়। এছাড়াও কবিতা শুনিয়েছেন ভরত বৈদ্য, তপন রায়চৌধুরী, সুনীল গুহ প্রমুখ।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছেন দুটি অণু কৌতুক কাহিনী। বহুজনের লেখা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন সভাপতি ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন।

পরম্পরা'র সঙ্গীত প্রভাত

হীরালাল চন্দ্র: গত ১৯ জানুয়ারি (১৪) সকালে 'পরম্পরা'র উদ্যোগে সল্টলেক রেসিডেনসিয়াল হলে 'ওস্তাদ আমীর খান ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকড়ের' স্মরণে, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর জানার সুষ্ঠু পরিচালনায়, রাজর্ষি ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় ও সভাপতি ডাঃ নির্মলেন্দু কুণ্ডুর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে পঞ্চম বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। এই মনোরম প্রভাতী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনীত চ্যাটার্জি। দরবারি ও ভৈরবী রাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন প্রতিভাবান শিল্পী ও শিক্ষক সমীর জানা। সঙ্গে তবলা বাজিয়ে বিশেষ মুনসীয়ানার পরিচয় দেন যশস্বী শিল্পী মনোজ পান্ডে। ত্রিতালে তবলার লহরা বাজিয়ে মুগ্ধ করেন মনোজ পান্ডে ও দেবজ্যোতি পান্ডে। সঙ্গে সারেঙ্গী বাজান রামলাল মিশ্র। এছাড়া কৌশিকী রাগে সরোদ বাজান কল্যাণ মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে তবলা বাজান অমিত চ্যাটার্জি। শিবরঞ্জনী রাগে বেহালা বাজান অম্লান হালদার। সঙ্গে তবলা বাজান সুব্রত দস্তপত। শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান মালিনী মুখার্জি। শ্রোতারা প্রত্যেকের বাজনাতেই মুগ্ধ হন। ছাত্রছাত্রীদের গানে তবলা বাজান মুকেশ মাঝি, রসগোবিন্দ বেরা।

কথাকুসুমের বিবেকজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজারামপুর শীতলাতলা থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর ত্রৈমাসিক কথাকুসুম পত্রিকার উদ্যোগে সম্প্রতি বিবেকানন্দ-এর সার্ধশতবার্ষিকী স্মরণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল।

সভায় গঙ্গারামপুর রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের দুই প্রবীণ প্রবাজিকা উপস্থিত ছিলেন। অবাঙালি প্রবাজিকা তদগতপ্রাণা বাংলা ভাষায় বিবেককানন্দ ও তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা'র কর্মজীবনের নানা জানা দিকের উল্লেখ করলেন।

বিবেকানন্দের সাহিত্য দক্ষতার উল্লেখ করলেন ভাষাবিদ ড. বলাই চাঁদ হালদার। এছাড়াও তারাশঙ্কর দত্ত, দেবীশঙ্কর মিদ্যা, অমরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ জনেরা বক্তব্য রাখলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ড. নলিনী রঞ্জন কয়াল। স্বামীজী স্মরণে একাধিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাগতা দাস।

কথাকুসুম-এর বিশেষ স্বামীজী সংখ্যার (পৌষ ১২০) উদ্বোধন হল ওই দিন। কথাকুসুম-এর সম্পাদক বাণী দাশ জানালেন বর্ষব্যাপী স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ পালনে ওঁরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীদের পুরস্কৃত করা হল এদিনে অনুষ্ঠান মঞ্চে।

জেলার খবর

ক্যানিং মহকুমায় রাজ্য সরকারের পাট্টা বিলি

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকে রবিবার দুপুরে ৩০০ জনকে নিজগৃহে নিজভূমি প্রকল্পে এবং ২০০ জন কৃষকের হাতে পাট্টা তুলে দেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, ভূমি আধিকারিক দেবাশিস সিন্‌হা। পাট্টা হাতে পেয়ে সুপ্রিয়া মাকাল, রুমা হালদার, রেহেনা বিবি, গোলেহার বিবি, আমেদ মোল্লারা বলেন, গত সরকারের আমলে বহু আবেদন করেও আমরা কিছুই পাইনি। অপরদিকে কাকদ্বীপ ব্লকে ১৬০০টি পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দেন মন্টুরাম পাখিরা। শ্রী পাখিরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জেলার প্রতেকটি ব্লকে পাট্টা বিলি চলছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকে ৬টি মৌজাই নিজগৃহ নিজভূমি প্রকল্পের ৭২৮টি পরিবারকে পাট্টা দেন স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা। অপরদিকে মথুরাপুর ১ ও মন্দিরবাজার ব্লকে ১০০টি পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দেন সাংসদ সিএম জাটুয়া ও বিধায়ক জয়দেব হালদার।

অগ্নিদগ্ধ দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: জামিনী মোড় এলাকায় শনিবার রাতে মনোরঞ্জন সরকারের সাইকেলের দোকানে আগুন দেখে স্থানীয় মানুষ থানায় খবর দেন। পুলিশবাহিনী ও ১টি দমকল ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে।

আলকায়েদার বার্তা নিয়ে অভিযোগ বিএনপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: সম্প্রতি জিহাদোলোজি ডট কম নামের ওয়েবসাইট থেকে আলকায়দার বর্তমান প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরির এক অডিও বার্তায় বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানান হয়। এই নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তদন্তে নামে।

এই সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে সোমবার ঢাকার বিভিন্ন অনলাইন গণমাধ্যম জানিয়েছে, ওই সাইটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাজ্য থেকে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) জাকির হোসাইন খান সোমবার সাংবাদিকদের জানান, তাঁরা জিহাদোলোজি ডট কম নামের ওয়েবসাইটি বাংলাদেশে বন্ধ করে দিয়েছেন।

অপরদিকে আলকায়েদার বার্তার সঙ্গে বিএনপি'কে জড়িয়ে ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য 'হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কাছে টানতেই দেশকে জঙ্গী, মৌলবাদী ও অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর কৌশল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রার্থী ও ভোটার বিহীন তথাকথিত নির্বাচনে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী সরকার দলও জোটের কতিপয় ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ক্রমাগত মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রেখে চলেছেন।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন শেখ হাসিনা

আওয়ামি-বিএনপি-র আলোচনা পথ প্রশস্ত করতে তাগিদ বিদেশি কূটনীতিকদের

রফিকুল ইসলাম সবুজ, ঢাকা : ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকরা বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নতুন নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করে রাজনৈতিক সঙ্কট কাটানোর তাগিদ দিচ্ছেন। সম্প্রতি বিএনপি-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে ইতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন। তারপরেই বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সরকারের অবস্থান বিদেশিদের সঙ্গে আলোচনায় তুলে ধরেন। প্রতিমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, বিএনপি যদি জামায়েতের ইসলামি সঙ্গ ছাড়ে ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করে, তবে আলোচনায় বসা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মজিনা বলেন, হিংসা কমলেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়টি উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে।

এদিকে শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন বিতর্কিত মন্তব্য কোনও মন্ত্রী যেন না করেন।

বিএনপি-জামায়েতের হিংসাত্মক কার্যকলাপে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার প্রতিকার করতে মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বৈঠকে জাতীয় পার্টির মন্ত্রীরা সংসদে যথাযথ ভূমিকা পালনের কথা দেন।

বাংলাদেশে তেল-গ্যাস উত্তোলন করবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: অগভীর সমুদ্রের ৪ ও ৯ ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনের জন্য ভারতের ওএনজিসি'র সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠান 'পেট্রো বাংলা'।

সোমবার ঢাকার পেট্রো সেন্টারে বাংলাদেশ সরকার, পেট্রো বাংলা, ওএনজিসি-বিদেশ, অয়েল ইন্ডিয়া ও বাপেক্সের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ ও ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণের উপস্থিতিতে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসপি) ২০১২ প্রণয়নের পর ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ব্লকগুলি বাদ রেখে ডিসেম্বরে গভীর ও অগভীর সমুদ্রে ১২টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র ডাকে পেট্রো বাংলা।

এই পরিস্থিতিতে জমা পড়া মার্কিন সংস্থার দরপত্র নিয়ে মূল্যায়ন চলছে।

বাস্তুশাস্ত্র

বাস্তুমতে কি করলে ঘরে-বাইরে শান্তি বজায় থাকবে

১) ঘরে কোনও ভাঙা কাজের আয়না রাখবেন না। এছাড়াও কোনও অচল ঘড়ি বা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটও রাখা উচিত নয়।

২) আয়না, জলের বেসিন, ট্যাপ মূলত উত্তর, পূর্ব অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা উচিত।

৩) রান্না ঘর কখনই মূল দরজার মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।

৪) সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল অথবা হিট জেনারেটিং সরঞ্জাম ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাখা উচিত।

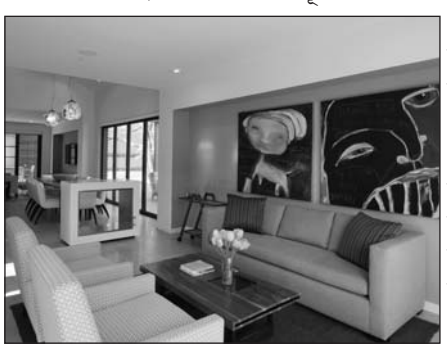

৫) বাথরুমে বসার জায়গা উত্তর-দক্ষিণ মুখী থাকা উচিত। সেপটিক ট্যাঙ্ক উত্তর-পশ্চিম দিকে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হলে সুফল পাওয়া যায়।

৬) ঘরের 'সেফ' এমনভাবে রাখা উচিত যাতে উত্তর অথবা পূর্বদিকে খোলে। তাই একে রাখতে হবে দক্ষিণ অথবা পশ্চিমদিকে।

৭) মূল দরজার সামনে কখনই ময়লা ফেলার জায়গা, রাস্তার আলোর পোল অথবা বোল্ডার থাকা উচিত নয়।

৮) মূল দরজাটা যেন প্রতিবেশীর মূল দরজার মুখোমুখি থাকে।

৯) বেশি সংখ্যক ঘর ও জানলা একতলায় থাকা উচিত। ওপরতলায় বেশি ঘর ও জানলা থাকা উচিত নয়।

১০) মূল দরজা দিয়ে ঢুকে গণেশের মূর্তি থাকা অত্যন্ত শুভ।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি
জাতীয় সংহতি, প্রকৃত উন্নয়ন ও সার্বিক প্রগতি

১) মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ও নির্মল ভারত অভিযান এর যৌথ সহায়তায় প্রতিটি শৌচাগারহীন বাড়িতে একটি শৌচাগার নির্মাণে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২) গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

৩) জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্গত সর্বপ্রকার ভাতার দ্রুত উপভোক্তার কাছে পাঠানো সুনিশ্চিত করা গেছে।

৪) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী অথবা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গৃহহীন পরিবারগুলির নিজস্ব গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অতি দ্রুত রূপায়ণ করে চলেছে। যেমন - I) ইন্দিরা আবাস যোজনা II) নিজগৃহ নিজভূমি, III) গীতাঞ্জলি, IV) অধিকার, V) আমার ঠিকানা ইত্যাদি প্রকল্প অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।

৫) তপশিলী জাতি / উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা সুনিশ্চিত করেছে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি।

৬) সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত বসবাসকারী মানুষদের কাছে নলবাহিত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ চলছে PHE বিভাগের সহায়তায়।

৭) সকলের জন্য শিক্ষা প্রকল্পের ২৭২৭ জন ছাত্রছাত্রী মোট ৩০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৫টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

৮) MSDP (সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিল) প্রকল্পের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্য সুনিশ্চিত করে চলেছে।

৯) ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছে। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিপ্রদান এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুমৃত্যু প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

এই ভাবেই সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গীকারবদ্ধ।

সভাপতি
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি

কলকাতায় বসবাসকারী অসমীয়ারা নিজেদের শিকড়কে ভুলতে পারেননি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকলে যেমন নিজের মানুষজনদের জন্য যেমন মন কেমন করে, ঠিক তেমনি উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা অসমের মানুষেরা যখন প্রতিবেশী রাজ্য কলকাতায় আসেন তখন তাঁরা এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে খুঁজে বেড়ান তাঁদের আপনজনদের। অসমের বিভিন্ন খ্যাতনামা মানুষেরা তো বটেই অনেক সাধারণ মানুষও অতীতের মতো আজও আসেন পশ্চিমবঙ্গে, মূলত কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের কাজে। এই চিন্তা নিয়ে ২০০৯ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় অসম অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা। একসময় হাতে গোণা ৭-৮টি মানুষ যে সংস্থাটির গোড়া পত্তন করেন তার নাম ছিল 'সৃষ্টি'। ২০১০ সালে সেই সংস্থার নাম বদলে রাখা হয় 'সৃষ্টির রামধেনু'। তারপর ২০১৩ সালে সোসাইটিস রেজিট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত এই সংস্থার নাম হয় 'কলকাতা আসামিজ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'। ২০১৩ সালের শেষদিকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের বলে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অসম অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা'।

বিহু'র সময় এলেই প্রতিটি অসমবাসীর মনে জাগে বাড়তি পুলক। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো কলকাতায় তাঁদের সঙ্গীসাথীরা পালন করেন বহাগ বিহু এবং মাঘ বিহু। ২০১৩ সাল থেকে তাঁরা পালন করতে শুরু করেন প্রখ্যাত সঙ্গীতকার প্রয়াত ড. ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন। এছাড়াও তাঁদের উদ্যোগে স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক লক্ষীনাথ বেজবরুয়া'র ১৫০তম জন্মদিন এবং রাভা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। ওই সময় 'নিউজ লাইফ' টিভিতে প্রায় একঘন্টা ব্যাপী একটি অডিও ভিস্যুয়াল শো দেখান হয়। যার শিরোনাম ছিল 'দেওবরিয়া আড্ডা', বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ হয় রবিবারের আড্ডা।

ইতিমধ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকটি কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল - ১) প্রয়াত ভূপেন হাজারিকার বাসভবনের দখল নিয়ে তা হেরিটেজ ভবন রূপে স্বীকৃতি দেওয়া। ২) প্রয়াত ভূপেন হাজারিকার অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষা করা। ৩) প্রয়াত লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ 'চেয়ার' স্থাপন করা। ৪) প্রয়াত শিক্ষাবিদ আনন্দিরাম বড়ুয়া'র নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'চেয়ার' স্থাপন করা।

সংস্থার সভাপতি অতুল কুমার ভরালি তাঁর কথোপকথনের সময় জানান, যে কোনও কাজের জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের সময় সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছি নিপকো, ইউবিআই, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে।

অসম থেকে বিভিন্ন সময়ে যখন সেখানকার সেলিব্রিটিরা আসেন তখন স্থানীয়রা মিলিত হয়েছেন নিপন গোস্বামী, সমীর তাঁতী, অনিন্দিতা'র মতো জনপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে। এরও আয়োজক অসম অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা।

এবছর তাঁদের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনে আয়োজিত একটি গ্রামীন মেলায় অংশগ্রহণ করেন কলকাতায় অংশগ্রহণকারী অসমের যুবক-যুবতীরা। ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে কল্যাণীর একটি অনুষ্ঠানে এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি অসম তথা উত্তরপূর্বঞ্চলের মানুষদের নিয়ে গঠিত নর্থ ইস্ট অফিসার অ্যান্ড প্রফেশনালস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা হাওড়ায় একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে শ্রী ভরালি জানিয়েছেন। আগামী ২৩ মার্চ কলকাতার শিশির মঞ্চে অসম সাহিত্য সভা এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমির সহায়তায় অনুষ্ঠিত হবে লক্ষীনাথ বেজবরুয়া'র জীবন ও কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত একটি প্রদর্শনী।

সেখানে পরিবেশিত হবে অসমের চিরন্তন এক শিল্পের প্রতিচ্ছবি। উদ্যোক্তারা চেষ্টা করছেন যাতে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন অসমের বিখ্যাত শিল্পী দিকসু অথবা জুবিন গর্গ। এই মুহূর্তে সংস্থা মূলত দুটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রথমত, শহরে তাঁদের সংস্থার নিজস্ব কোনও আস্তানা নেই। ফলে চাইলেও তাঁরা একত্রিত হয়ে কোনও আলোচনা করতে পারেন না এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, অসম তথা উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে অনেক ক্যানসার রোগী কলকাতা শহরে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু তাঁদের থাকার জন্য তুলনামূলকভাবে সস্তায় থাকার কোনও জায়গা এই শহরে নেই। সমিতির মূল লক্ষ্য এই দুটি সমস্যার আশু সমাধান করা।

শহর থেকে দূরে

পুরুলিয়ার বড়ন্তি

একদিকে ছোট ছোট টিলাতে আরোহণ করে অপরদিকে লালমাটির ধূলোয় পা ধূসর করে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে মেতে উঠতে পারেন বড়ন্তিতে। শাল-মহুয়ার অরণ্যানির পা ধুইয়ে বয়ে গিয়েছে বড়ন্তি। এই নদীতেই তৈরি হয়েছে রামচন্দ্রপুর জলসেচ প্রকল্প। পাঞ্চেৎ, বিহারীনাথ ও মুরাডি পাহাড়, জঙ্গল নিয়ে মন ভুলিয়ে দেয় বড়ন্তি শীতে যেমন পরিযায়ী পাখিরা সংসার পাতে জলাধারে, তেমনি বসন্তের আগমনে জঙ্গলমহলে পলাশ-শিমুলের আগুন জ্বলে। আদিবাসী মানুষজনের অমায়িক হাসি, আর সজল চোখের চাউনি শহরের মানুষের সব কাজের স্ট্রেসকে ভুলিয়ে দেয়।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে যে কোনও ট্রেনে আসানসোল। আসানসোল থেকে আদ্রার পথে তিনটি স্টেশনের পর মুরাডি। মুরাডি থেকে রিকশায় বা গাড়িতে বড়ন্তি।

কোথায় থাকবেন: বড়ন্তিতে থাকার জন্য রয়েছে বড়ন্তি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার স্টাডি হাট - ৯৮৩০৮৫৪৮৩ ও আকাশমণি রিসর্ট - ৯৮৩১৪২৯৯৫৬।

উত্তরবঙ্গের কোলাখাম

মেঘের ঘোমটা ঢাকা নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল। ভিজে পথ পেরিয়ে কোলাখাম গ্রাম। ৬১০০ ফুট উচ্চতায় এই পাহাড়ি গ্রামে বাংলোর হাতায় বসে মেঘ রোদের খেলা দেখতে দেখতেই দিন শেষ। চেনা-অচেনা পাখির কুহেলি আর অনর্গল ঝিঁঝির কনসার্টে পৌঁছে যাবেন স্বপ্নের দেশে। এখানেই দেখা মিলতে পারে রেড পাণ্ডার। শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা। শীত রোদ গায়ে মেখে ঘুরে আসুন ছাঙ্গে ফলস থেকে। গুঁড়ো জলকণায় রামধনুর রং মেখে সামনেই জলপ্রপাত দুরন্ত গতিতে লাফিয়ে পড়ছে উচ্ছল ছন্দে বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে। একদিন চলে যান লাভা। মেঘের চাদরে ঢাকা লাভায় মন্যাস্ট্রি দর্শন সেরে কাটিয়ে দিতে পারেন বিকেলটা।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে নিউজলপাইগুড়ি বা নিউ মাল জংশন। তারপর গাড়ি নিয়ে লাভা হয়ে কোলাখাম।

কোথায় থাকবেন: কোলাখামে থাকার জন্য আছে নেওড়াভ্যালি ইকো হাট - ৯৬৭৪৯০০১০১, সাইলেন্ট ভ্যালি - ৯০০২১০৮৬১১, কোলাখাম রিট্রিট - ৯৮৩০১৪৭৭১৮।

স্পনসর নেই, তাই বেশি আশা করবেন না: মহঃ কামারুদ্দিন

ষোলো পাতার পর

আজিজের পরিবর্তে ক্লাব কর্তারা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন অভিজ্ঞ কোচ সঞ্জয় সেনকে। যিনি গত বছর মহামেডানকে আইলিগে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে তুলেছিলেন। কোচ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহামেডানের খেলার মধ্যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফেডারেশন কাপও যথেষ্ট ভাল খেললেও গোল পার্থক্যের জন্য গ্রুপ লিগ থেকে ছিটকে যেতে হয়। এবার ভাগ্য দেবতা তাদের সহায় ছিল। তাই বাংলাদেশে ফেডারেশন জেতা টিম শেখ জামাল ধানমন্ডীকে ফাইনালে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেন। একটা স্পনসর বিহীন ক্লাব কীভাবে একই মরশুমে কি করে দুটি সর্বভারতীয় ট্রফি জিততে পারে সে প্রসঙ্গে মাঠ সচিব মহঃ কামারউদ্দিন উচ্ছসিত হয়ে বলেন, 'আল্লার আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে। ১৫ বছর আগে মহামেডানের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে টিমটাকে আজকে এই জায়গায় আনতে পেরেছি। এবছর ১০ কোটি টাকার টিম গড়লেও আমাদের কোনও স্পনসর নেই। ক্লাবের কর্ম সমিতির ১৫-২০ জন সদস্য এবং আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্ট মহঃ সুলতান আমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য লাভ করতে পেরেছি। এছাড়াও ক্লাবের আরও কিছু সদস্য আছেন যাঁরা কখনই নিজেদেরকে সামনে আনেন না। তাঁদেরও ক্লাবের এই সাফল্যের পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে। ২০০০ সালে নির্বাচনে জিতে আমরা ক্লাবের দায়িত্বে আসি। বহু দুঃসময়কে আমরা অতিক্রম করেছি। কখনই ক্লাব ছেড়ে পালিয়ে যাইনি। লড়াই করে ক্লাবের পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। মাঝে দু'বার আইলিগে উঠেও নিজেদের পজিশন ধরে রাখতে পারিনি। গত বছর আইলিগ দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার পরই ঠিক করেছিলাম একটা ভাল টিম করব। সেই মতো একটা স্পনসরের সঙ্গেও কথা হয়েছিল। কিন্তু এক বিশেষ কারণে সেই স্পনসর পিছিয়ে যায়। কিন্তু মহামেডান ক্লাবতো আর পিছিয়ে আসতে পারে না। আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্টও পিছিয়ে আসতে পারেন না। তাই সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এবারের টিমটি দাঁড় করিয়েছি। মরশুমের শুরুতে হাইপ্রোফাইল বিদেশি কোচের হাতে টিমকে তুলে দিলেও কোনও কারণে হয়ত টিমের সঙ্গে কোচের বোঝাপড়া গড়ে ওঠেনি। ফলে বাধ্য হয়ে গত বারের দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে আইলিগে তোলা কোচ সঞ্জয় সেনের হাতে ক্লাবের দায়িত্ব তুলে দিই।

অভিজ্ঞ শ্রী সেনের কিছু স্ট্র্যাটেজি দারুণভাবে কাজ করে। আমরা অল্পের জন্য ফেডারেশন কাপ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। কিন্তু শিল্ডে আমাদের ভাগ্য সহায় ছিল। শেখ জামালের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ টিমকে আমরাই দু'বার হারাতে সক্ষম হয়েছি।'

টোলগের চলে যাওয়াটায় কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কামারুদ্দিনজি বললেন, 'টোলগে চলে যাওয়াতে বরং সুবিধা হয়েছে। অনেকসময় দেখা যায় যে সব ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নেমে গিয়েছে তারা মুখ দিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে। ফুটবলটা পা দিয়ে খেলতে হয়। তখন তারা কর্মকর্তার কাজ করতে শুরু করে। তা করলে তো হবে না। খেলোয়াড়ের কাজ খেলোয়াড়রা করবেন, কোচের কাজ কোচ করবেন, গ্রাউন্ড স্টাফদের কাজ গ্রাউন্ড স্টাফরা করবেন। ওই কাজটা আমরা, কর্মকর্তারা পারবেন না। বার বার অভিযোগ ওঠে আমরা টেকনিক্যাল কাজে মাথা গলাই সেজন্য আমরা কর্মকর্তারা কেউ এখন মাঠের ডাগ আউটের বেঞ্চের ওপর বসি না। বাইরে খেলার সময় যে কর্মকর্তা টিমের দায়িত্ব নিয়ে যান তিনি টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী বেঞ্চে বসেন।

> **টোলগে চলে যাওয়াতে বরং সুবিধা হয়েছে। অনেকসময় দেখা যায় যে সব ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নেমে গিয়েছে তারা মুখ দিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে। ফুটবলটা পা দিয়ে খেলতে হয়। তখন তারা কর্মকর্তার কাজ করতে শুরু করে।**

আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে এই শিল্ড জয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। কারণ, বহু বছরের মধ্যে আমরা কোনও বড় সর্বভারতীয় ট্রফি জিততে পারিনি। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে এবারের শিল্ড জয় মহামেডানের কাছে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনা। বর্তমান প্রজন্ম কেবল অতীতে ক্লাবের সাফল্যের কথা বইতেই দেখেছে। মহামেডানও যে ট্রফি জিততে পারে এই বিষয়টি বর্তমান প্রজন্মের কাছে অবাক বিস্ময়ের বিষয়। তাই তাদের কাছে এই জোড়া সাফল্য বিরাট বিষয়। সামনে আইলিগের লম্বা দৌড়। আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য। আইলিগে ভাল পজিশন লাভ করা।'

শিল্ড জেতার ফলে ক্লাব মহামেডান সমর্থকদের মধ্যে ক্লাবের কাছ থেকে প্রত্যাশা আরও বেড়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মাঠ সচিব সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'প্রত্যাশা বেড়েছে ঠিক কথাই কিন্তু একটি স্পনসর বিহীন ক্লাবের কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা বেশি আশা না করাই ভাল। কারণ, যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা এখন ক্লাবের তহবিলে নেই। তাই হয়ত ক্লাবের সমর্থকদের সব প্রত্যাশা সবসময় পূরণ করা সম্ভব হবে না। তবে খেলোয়াড় এবং ক্লাব কর্তারা সকলে মিলে অবশ্যই আইলিগে ক্লাব যাতে ভাল পজিশনে শেষ করতে পারে তার সবরকম চেষ্টাই করব।

ইতিহাসকে আবার স্পর্শ করল মহামেডান স্পোর্টিং

ষোলো পাতার পর

খেলোয়াড়। সেন্টার ফরোয়ার্ড রসিদ। লেফট হাফ রহিম। রাইট আউট জুনিয়র নূর মহম্মদ। লেফট আউট আব্বাস। জুম্মা, বাচ্চি বা মাসুদের কাছে অনেকে যেতে ভয় পেতেন। রটনা ছিল, ওরা নাকি ছুরি নিয়ে খেলতেন। ওগুলি সব গল্প কথা। সবচেয়ে বেশি হায়েস্ট স্কোরার হয়েছেন রসিদ। শোনা যায়, তিনি নাকি বাঁশি বাজিয়ে ড্রিবল করতেন। তখন রহমত-রসিত-রহিম কলকাতার মাঠ দাপিয়ে বেড়াতেন।

ফুটবলের জাদুকর বলা হয় সামাদকে। তাঁর প্রভাব পড়েছিল দ্বারভাঙ্গার মহারানীর ওপরেও। মহারানীর আগ্রহেই রাজা মহামেডান দলকে দারভাঙ্গায় খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ওদের বিপক্ষে খেলেছিল একটি স্থানীয় ফুটবল দল। রাজাকে খুশি রাখার জন্য মহমেডান প্রথমার্ধে কোনও গোল দেয়নি।

বিরতির সময় রানী বিরক্ত হয়ে রাজাকে বলেন, এই তোমার মহামেডান ক্লাব! তখন রাজা মহামেডানের ম্যানেজার খোয়াজা নূলরউদ্দিনকে বলেন, আমরা সবাই সামাদের জাদু দেখার অপেক্ষায় আছি। দ্বিতীয়ার্ধে সামাদ শুরু করলেন তাঁর খেলা। একাই তিনটি গোল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। মুগ্ধ রানী মাঠেই তাঁর গলার নেকলেশ খুলে উপহার দেন সামাদকে।

এরকমই হাজারো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামে ঢাকার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের মতো দুর্ধর্ষ দলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে তারা আবার জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

শাহরুখ কি বাঙালি বিদ্বেষী, না ধুরন্ধর ব্যবসায়ী

ষোলো পাতার পর

নাইট কর্তৃপক্ষ বলছে, আমরা স্থানীয় ছেলেদের বাদ দিইনি। খেলা আর লোকাল সেন্টিমেন্ট এক নয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখন অবধি যা পরিস্থিতি তাতে ভারতের মাঠে আইপিএল হওয়ার চান্স খুব কম। কারণ, সামনে লোকসভা নির্বাচন। আর শ্রী নিবাসন এই পরিস্থিতির ফয়দা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা হলে দর্শকদের বেড়াকিংয়ের যেমন সুযোগ থাকবে না তেমনি মিডিয়ার আক্রমণের ঝাঁঝও কম থাকবে। শাহরুখ শুধু বড় অভিনেতা নন, হিসেবি ব্যবসায়ীও। প্রথম তিন বছর নাইট রাইডার্স টিম সাফল্য না পেলেও তাদের কর্তৃপক্ষ কিন্তু ব্যবসায়িকভাবে সব থেকে লাভবান ফ্র্যানচাইজি রূপে গণ্য হয়েছিল। ইডেনের মাঠে খেলা না হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাওয়া মানে ব্যবসার হার এবার অনেকটাই কমবে। এই পরিস্থিতিতে বেশি বিনিয়োগ করতে শাহরুখের অনীহা থাকাটাই স্বাভাবিক। তার ওপর টিমে বাঙালি তারকারা নেই বলে যতটা হইচই হচ্ছে ভালভাবে খতিয়ে দেখলে নাইট রাইডার্স টিমকে ততটা খারাপ বলে বোধ হবে না। বিনয় কুমারের বল সিম করে বলে দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অপরদিকে, উমেশ যাদবের গতি আর বাউন্সও ম্যাচের টারনিং পয়েন্টও হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে আছেন মর্কেল, যিনি যে কোনও পরিস্থিতিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। শাহরুখের সব থেকে বড় তাস হয়ে যেতে পারেন বিস্ময় তরুণ কুলদীপ। নিলামের সময় কুলদীপকে কেউ চিনতেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে চায়নাম্যান বিশেষজ্ঞ কুলদীপকে ভারতের ভবিষ্যতের অন্যতম সেরা তারকা বলে গণ্য করা হচ্ছে। টিমের বোলিং কোচ শেষের দিকের ওভারগুলোর জন্য উমেশ যাদবকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর একটা কথা বিশাল কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে যতই ভয়ঙ্কর টিম বলা হোক না কেন তাদের ব্যাটিং যতটা শক্তিশালী, বোলিং কিন্তু ততটাই দুর্বল। কাজেই সেক্ষেত্রে নাইট রাইডার্স যে খুব খারাপ ফল করবে বলে মনে হয় না। শাহরুখ যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নেক নজরে থাকতে চান তখন হিসেব না করে বাঙালি ভক্তদের চটাবেন বলে মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বেহালা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

অষ্টমতল, নব কোষাগার ভবন, আলিপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্মারক নং ঃ- ৩১/আইসিডি/বেহালা/

তাং ঃ-১৯/০২/২০১৪

বিজ্ঞপ্তি

বেহালা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের ১০৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রকল্পস্তরে শিশু খাদ্য মজুত করণ এবং প্রকল্পের মজুত ঘর থেকে ১০৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু খাদ্য ও কেন্দ্র সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদী পরিবহণের জন্য স্থানীয় উৎসাহিত ব্যক্তি ব্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে সীলকৃত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, বেহালা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের করণে, ২৫/০২/২০১৪ থেকে ১৯/০৩/২০১৪ মধ্যে যে কোনও কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে।

তারিখঃ- ১৯/০২/২০১৪

স্থানঃ- আলিপুর, কলকাতা-২৭

স্বাক্ষর

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

বেহালা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

২১৪(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/১৯/০২/১৪

মহামেডানের উত্তরণ

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাব, তারপর বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজ জ্বলজ্বল করছে। প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন জামিন মজুর। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে এক গৌরবময় উপস্থিতি। মহামেডান ক্লাবে ২ বার ফেডারেশন কাপ জয় করেছে। ক্যালকাটা ফুটবল লিগে ১১ বার জয়ী হয়েছে। আই.এফ.এ ৫ বার এবং ডুরান্ড ২ বার জয়ী হয়েছে। আজ মহামেডান শুধু মুসলিমদের ক্লাব নয়। ঠিক সেইরকম আজ মহামেডান শুধু ঘটিদের বা ইস্টবেঙ্গল শুধু বাঙালদের ক্লাব নয়। ফুটবলকে জাতীয়স্তরে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই তিনটি ক্লাব অক্লান্ত পরিশ্রম করছে যা ভারতবর্ষের পক্ষে সত্যই সুখকর। ৪৩ বছর পর আইলিগ জয়ের পর মহামেডান যেভাবে অক্সিজেন পেল তাতে আবার ১৯৩৪-৩৮-এর ফর্মে হয়ত পৌঁছাতে পারবে এই আশা করাই যায়। একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে দরকার নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, ধৈর্য্য, অনুশীলন, অর্থ প্রভৃতি। মহামেডান-এর সংগঠকরা এখন খুবই আন্তরিক তাঁদের প্রিয় ক্লাবকে জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার জন্য। বেশকিছু দিন ধরে ইস্টবেঙ্গল খবরের শিরোনাম। মোহনবাগান কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে। তবে ক্রীড়া জগতে কে কখন শিরোনামে আসবে বলা কঠিন। ঠিক সেইরকম সাফল্য পাওয়া সহজ কিন্তু সাফল্য ধরে রাখা কঠিন। মহামেডানকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, মানবিকতার মধ্য দিয়ে তাদের সাফল্যকে ধরে রাখতে হবে। আমরা যে সভ্যতায় হাঁটছি সেই সভ্যতা হল রাজনৈতিক সভ্যতা। সুতরাং রাজনীতি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কোনও সংগঠনে থাকতেই পারে, তবে দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। মহামেডান তার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারবে এই আশা রাখছি। বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গনে ফুটবল একটা বড় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। পৃথিবীর বুকে বাংলার ফুটবল কোনও জায়গা করে না নিতে পারলেও আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য তিনটি ক্লাব হয়ত একদিন নতুন সূর্য দেখাবে। তিনটি ক্লাব যদি সম্মিলিতভাবে একটা প্রয়াস চালায় তো সাফল্য অবশ্যই আশা করা যায়। মহামেডানের উত্তরণে আন্তরিকভাবে আমরা গর্বিত।

স্পনসর নেই, তাই বেশি আশা করবেন না: মহঃ কামারুদ্দিন

অভিমন্যু দাস

৪৩ বছর পর আবার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বিশ্বের চতুর্থ ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করল। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে মহামেডান ক্লাব কোনও ট্রফির মুখ

মহঃ কামারুদ্দিন

দেখেনি। না কলকাতা লিগ, না আইএফএ শিল্ড, না অন্যান্য ট্রফি। মাঝে বেশ কয়েকবছর আগে আইলিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেও নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু গতবছর তারা আইলিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে জিতে এবারে আইলিগ খেলার ছাড়পত্র আদায় করেছিল এবং এবারই তারা বহুদিন বাদে ডুরান্ড কাপ ট্রফির মতো আরও একটি ঐতিহ্যশালী ট্রফি জয়লাভ করেছে। এবার একই বছরে ডুরান্ড এবং শিল্ড-এর মতো দুটি ট্রফি জয়লাভ করায় একটা খুশির বাতাবরণ মহামেডান ক্লাবকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখের কথা এবছর এখনও পর্যন্ত মহামেডানের ভাগ্যে কোনও স্পনসর জোটেনি। মরশুম শুরুর আগে একটি সংস্থা তাদের স্পনসর রূপে থাকবেন কথা দিলেও শেষপর্যন্ত পিছিয়ে যায়। ফলে বর্তমান ক্লাব কর্তারা মিলেই এবার মহামেডান টিমটি তৈরি করেন। এবারের টিম বাজেট প্রায় ১০ কোটি টাকা। মরশুমের শুরুতে বিদেশি হাইপ্রোফাইল কোচ মহঃ আজিজকে দিয়ে শুরু করালেও মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে তাকে ক্লাব কর্তারা সরিয়ে দিতে বাধ্য হন। কারণ, কোচ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে যে তালমিল এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারটা গড়ে ওঠার দরকার ছিল সেটা ঠিকমতো হচ্ছিল না। যদিও কোচ আজিজের হাত ধরেই ডুরান্ড কাপ ট্রাফিটা মহামেডান পেয়েছিল।

এরপর পনেরো পাতায়

ইতিহাসকে আবার স্পর্শ করল মহামেডান স্পোর্টিং

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলার জুম্মা খাঁ নাকি একবার সাহেবদের সঙ্গে বাজি রেখে এক শটে বল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মনুমেন্টের ওপর দিয়ে। একসময় জানতে পারি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ক্লাবের অবদানের কথা। জানার পর শরীরে শিহরণ জেগেছে যখন শুনেছি, স্বাধীনতার আগে কলকাতার মহামেডান মাঠে গোপনে সভা করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতো নেতারা। এও জেনেছি, '৪৭ সালে স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে মহামেডান মাঠে জনসভা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

১৯৩৮ সালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। ওই বছর প্রথম ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে ২০টি পদের জন্য ৪৪ জন প্রার্থী ছিলেন। সে বছর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেবারে তারা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৩৯ সালে কলকাতার বাইরে খেলতে যায় মহামেডান। লাহোরে ডিমোর্থ মোরেমসি ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিয়ে তারা জয়ী হয়। এর আগে কোনও ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৪০ সালে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সে বছর তারা প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ডুরান্ড কাপ জিতে নেয়। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে তারা খাস গোরা সাহেবদের দল রয়্যাল ওয়ারউইকশায়ারকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। সেবছর তারা রোভার্স কাপও জিতে নেয়। ফাইনালে তারা হারিয়ে দেয় বাঙ্গালোর মুসলিম দলকে। পরের বছর ('৪১) মহামেডান স্পোর্টি লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং শিল্ড ফাইনালে কে.ও.এস.বি.-কে ২-০ গোলে পরাজিত করে।

একসময় ব্রিটিশ-ইংলিশ ফুটবলের প্রফেশনাল ও অ্যামেচার, দু'ধরনের ফুটবলাররাই মহামেডানে খেলতে আসতেন। এমনকী গ্লাসগো রেঞ্জার্স ক্লাব থেকেও ফুটবলাররা এসে এখানে খেলে গিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে মহামেডানের কয়েকজন ফুটবলারের নাম। গোলে ওসমান জান। পাথরের মতো চেহারা। জুম্মা আর বাচ্চি খেলতেন ব্যাকে। রাইট হাফে নূর মহম্মদ। আকিল আহমেদ কখনও খেলতেন সেন্টার হাফে, কখনও সাইড ব্যাকে। লেফট হাফে খেলতেন মাসুদ। অসাধারণ

এরপর পনেরো পাতায়

শাহরুখ কি বাঙালি বিদ্বেষী, না ধুরন্ধর ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েকবছর আগে নাইট রাইডার্স টিমের অধিনায়ক থাকার সময় সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে যখন দলকর্তৃপক্ষের মনোমালিণ্য শুরু হয় তখনই বাঙালির কাছে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেছিলেন কিং খান। এরপর কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হওয়াতে এবং সৌরভ পুরোপুরি সরে যাওয়াতে সেই বিরাগের রেশ অনেকটাই থিতিয়ে এসেছিল। এমনকী দলে ঠাঁই না পাওয়ায় আবার শাহরুখ বিরোধী গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমনকী মহম্মদ সামি যিনি ভূমিপুত্র না হলেও বাংলাতেই বেড়ে উঠেছেন ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে আজ ভারতের এক নম্বর স্ট্রাইকিং পেসার। তাঁকে পর্যন্ত নাইট রাইডার্স দলে রেখে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপায়নি। তার বদলে বিনয় কুমার যিনি ভারতীয় দলেই নেই, তাকে কেন নেওয়া

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার রূপেও শাহরুখকে মনোনীত করেন। কিন্তু এবছর আইপিএলের নিলামে বাংলার তারকারা কেউ কলকাতার হয়েছে, তা নিয়ে বাঙালি ক্রিকেটানুরাগীরা রীতিমতো বিস্মিত। শেষ বাজারে সস্তায় দেবব্রত দাস ও আরও দু'জনকে নিয়ে

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhury. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।